ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

# নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০৩৪ ● কলকাতা ● ২০ মাঘ, ১৪৩০ ● রবিবার ● ০৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

৫১ লাখ টাকার ঘড়ি কিয়ারার হাতে!

পৃঃ ৫

মার্চে দু'টি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা, প্রতিপক্ষ কারা?

পৃঃ ৬

## সামুদ্রিক জলদস্যুতা এবং চোরাচালানের সঙ্গে জড়িতদের কোনও অবস্থাতেই বরদাস্ত করা হবে না : রাজনাথ সিং

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** সামুদ্রিক জলদস্যুতা এবং চোরাচালানের সঙ্গে জড়িতদের কোনও অবস্থাতেই বরদাস্ত করা হবে না। স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি বলেছেন, "আমি আবারও বলতে চাই, সামুদ্রিক জলদস্যুতা এবং চোরাচালানের সঙ্গে জড়িতদের কোনও অবস্থাতেই বরদাস্ত করা হবে না, এটাই নতুন ভারতের অঙ্গীকার। শনিবার ভারতীয় নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে আইএনএস সন্ধ্যায়ক। এদিন সকালে অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমের নৌ ডকইয়ার্ডে আইএনএস সন্ধ্যায়ক-কে নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। এই অনুষ্ঠানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং আরও বলেছেন, "আমি যদি আমাদের নৌশক্তির কথা বলি, ভারতীয় নৌবাহিনী এতটাই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে

এরপর ৩ পাতায়

## বাজপেয়ীর পর আডবাণীকেও ভারত রত্ন

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** অটল বিহারী বাজপেয়ীর পর এবার লালকৃষ্ণ আডবাণী। বিজেপির দুই মহীরুহ নেতাকেই ভারত রত্ন সম্মান দিল নরেন্দ্র মোদি সরকার। ২০১৫ সালে ভারত রত্ন পেয়েছিলেন অটল বিহারী বাজপেয়ী। আর ৯৬ বছর বয়সে লালকৃষ্ণ আডবাণীকে ভারত রত্ন সম্মান দিয়ে দলের ভিতরে এবং বাইরে নিজের নিন্দুকদের মুখে কুলুপ পরিয়ে দিলেন নরেন্দ্র মোদি।বিজেপিতে আডবাণীর হাত ধরেই উঠে এসেছেন সুষমা স্বরাজ, প্রমোদ মহাজনের মতো একাধিক নেতা। যদিও এতকিছুর পরেও আডবাণীর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন কোনওদিন সফল হয়নি। ২০১৩-১৪ সালে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে মোদির উত্থান আডবাণীর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্নে দাঁড়ি টেনে দেয়। মোদি অবশ্য প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরেও আডবাণীর প্রতি যথাযথ সম্মান দেখিয়েছেন। প্রতি বছর আডবাণীর জন্মদিনে তাঁর সঙ্গে দেখাও করতে যেতেন প্রধানমন্ত্রী। লালকৃষ্ণ আডবাণীর মতো প্রবীণ নেতারা মোদির আমলে দলের মধ্যে কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন, বিজেপি- আরএসএসের মধ্যেই এই অভিযোগ কান পাতলেই শোনা যায়। সম্প্রতি রাম মন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে লালকৃষ্ণ আডবাণী, মুরলী মনোহর যোশীর মতো নেতার অনুপস্থিতিতে সেই বিতর্ক নতুন করে মাথাচাড়া দিয়েছিল। তার কয়েক দিনের

এরপর ৩ পাতায়

## ২১ লক্ষ শ্রমিককে ১০০ দিনের বকেয়া টাকা দেবে রাজ্য, বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** কেন্দ্র টাকা না দিলে আমার বয়েই গেছে। কয়েকদিন আগে উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।যদিও কেন্দ্রের টাকা আটকে রাখার ব্যাখ্যা হিসেবে বঙ্গের বিজেপি নেতারা বারে বারে বাংলার বিরুদ্ধে উন্নয়নের টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ সামনে এনে বোঝাতে চেয়েছেন, পরিস্থিতির জন্য দায়ী রাজ্যই। মাস দুয়েক পরেই ভোট। তার আগে মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণা মাস্টারস্ট্রোক হিসেবেই দেখছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। তাঁদের মতে, বিচক্ষণ রাজনীতিক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এদিনের ঘোষণার জেরে লোকসভা ভোটের আগে বাংলায় বিজেপির স্নায়ুর চাপ আরও বাড়ল।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন বলেন, "অল আউট খেলব। খেলা হবে আবার জিততেও হবে।"সেটা যে স্রেফ কথার কথা ছিল না, শনিবার রেড রোডে ধর্না অবস্থানের দ্বিতীয় দিনে স্পষ্ট করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা, "বাংলা কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে না। বাংলার ২১ লক্ষ মানুষ যারা ১০০ দিনের টাকা পাননি, তাঁদের টাকা রাজ্য দেবে। আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি প্রত্যেকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাবে বকেয়া টাকা।" এদিন ধর্না মঞ্চে হাজির হয়েছিলেন রাজ্যের বঞ্চিত শ্রমিকেরা। মঞ্চে বক্তব্য রাখতে উঠে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের কাছে জানতে চান, "প্রায় ৩ বছর ধরে কেন্দ্র টাকা আটকে রেখেছে, আপনারা কষ্টের মধ্যে রয়েছেন। বলুন কী করব?" সমস্বরে আওয়াজ ওঠে, আরও আন্দোলন। এরপরই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আন্দোলন তো চলছে। কিন্তু কেন্দ্র ভাবছে এভাবে

এরপর ৩ পাতায়

## সরকার যাই করুক, সমর্থন করব', বকেয়া ইস্যুতে শুভেন্দুকে জবাব রাজ্যপালের

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** এবার দিল্লি সফরে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে বৈঠকে বাংলার বকেয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন রাজ্যপাল। আর তার পর শুক্রবারই যৌথ প্রকল্প জল জীবন মিশনের ১০০০ কোটি টাকা পেয়েছে বাংলা। শনিবার তিনি দিল্লি থেকে কলকাতা ফিরে জানালেন, 'আমি শুধুমাত্র একটা মাধ্যম।তাঁর কথায়, "গভর্নর হিসেবে রাজ্যের মানুষ যাতে ভালো থাকেন, তার জন্য আমার একটা কর্তব্য রয়েছে। এটা আমার প্রথম ভিজিট নয়, দ্বিতীয় ভিজিট। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। মূলত বিভিন্ন প্রকল্পের তহবিল নিয়ে আলোচনা হয়েছে যেটা রাজ্যের মানুষের স্বার্থে লাগে। এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে। রেজাল্ট খুবই ইতিবাচক।" এটা সবেমাত্র শুরু। আপনি আরও ইতিবাচক বিষয় জানতে পারবেন খুব শীঘ্রই।"

এরপর ৩ পাতায়

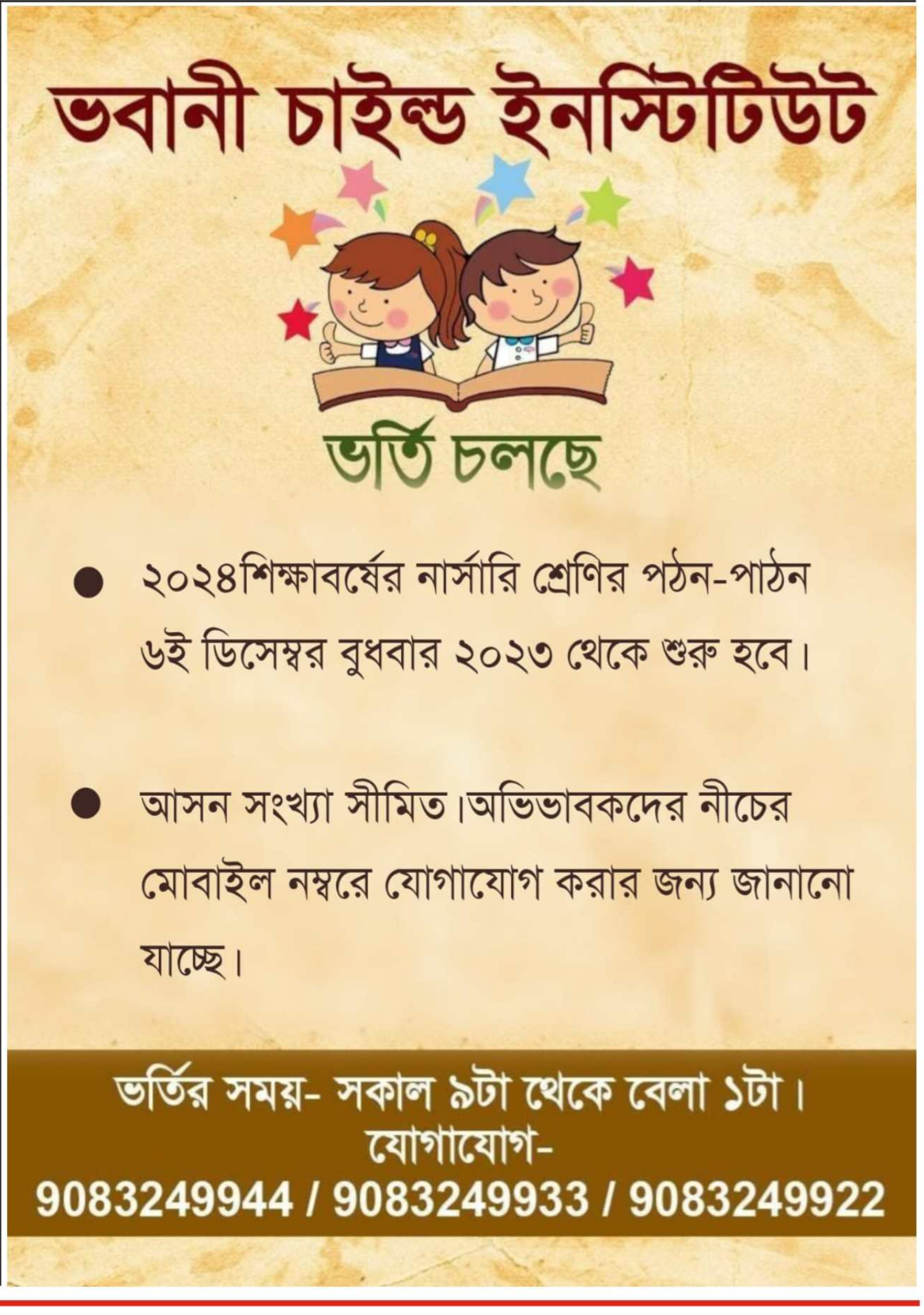

## বাংলায় জোটের স্বার্থে অসমে আর মেঘালয়ে

# তৃণমূলকে আসন ছাড়তে রাজী কংগ্রেস

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** বঙ্গের বামেরা যতই চেষ্টা করুন না কেন, প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি যতই ব্যাগড়া দিন না কেন, বাংলার মাটিতে মমতার হাত ছাড়তে নারাজ কংগ্রেস হাইকম্যান্ড। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতই জানিয়ে দিন না কেন, ২৪'র ভোটে বাংলার মাটিতে তৃণমূল একাই লড়বে, তবুও হাল ছাড়তে নারাজ সোনিয়া গান্ধি-রাহুল গান্ধিরা।কিন্তু এতকম আসনে এ রাজ্যে তৃণমূলের সঙ্গে জোটে আপত্তি রয়েছে খোদ রাহুল গান্ধিরও। সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে কংগ্রেসের তরফে তৃণমূলকে যদি অসম ও মেঘালয়ে আসন ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয় তাহলে তৃণমূলনেত্রী নরম হলেও হতে পারেন বলে অনেকে মনে করছেন। যদিও তৃণমূলের অন্দরে দাবি, বসিরহাট তৃণমূলের জেতা আসন। কংগ্রেসের এ রাজ্যে একজনও বিধায়ক নেই। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তাঁরা বসিরহাটের দাবি জানায় কীভাবে? আর রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে থাকা ৭টি বিধানসভার মধ্যে তৃণমূল একাই একুশের ভোটে ৫টা আসন জিতেছিল। তাই সেই আসনও বা তৃণমূল কেন কংগ্রেসকে ছাড়বে!বাংলায় যাতে তৃণমূলের সঙ্গে জোট হয় তার জন্য তাঁদের তরফে এবার ইঙ্গিত দেওয়া হল অসমে ও মেঘালয়ে একটি করে লোকসভা কেন্দ্র তৃণমূলকে ছেড়ে দেওয়ার। যদিও তাতে চিঁড়ে ভিজবে কিনা তা নিয়ে বিস্তর প্রশ্ন আছে। তবে এটাও ঘটনা, গতকাল কলকাতার রেড রোডের ধর্না মঞ্চ থেকে মমতা কংগ্রেসকে যেভাবে নিশানা বানিয়েছেন, এদিন কিন্তু ততটা আক্রমণ করেননি।অসমে তৃণমূল আগে তাঁদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুরু করেছে। সে রাজ্যের প্রয়াত বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সন্তোষমোহন দেবের মেয়ে সুস্মিতা দেব আগেই তৃণমূলে যোগদান করেছিলেন। মমতা তাঁকে দলের রাজ্যসভার সাংসদ করেও পাঠিয়েছেন। খুব সম্ভবত ২৪'র ভোটে মমতা তাঁকে শিলচর লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থীও করতে পারেন। তৃণমূল সেখানে প্রার্থী দিলে কংগ্রেসের পরাজয় যে নিশ্চিত সেটা বুঝেই এবার সেই কেন্দ্রটি তৃণমূলকে ছেড়ে দিতে চাইছে কংগ্রেস। পরিবর্তে তাঁদের দাবি বাংলার রায়গঞ্জ আসনটি। অসমে তৃণমূল এখনও সেভাবে কোনও বড় রাজনৈতিক সাফল্য পায়নি। সেই জায়গায় কংগ্রেসের সমর্থনে যদি সুস্মিতা বা তৃণমূল জেতে তাহলে লাভ জোড়াফুল শিবিরেরও। কেননা সেক্ষেত্রে তৃণমূল ফের সর্বভারতীয় দলের স্বীকৃতির জন্য জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন জানাতে পারবে।অন্যদিকে মেঘালয়ে তৃণমূলের উপস্থিতি প্রধান বিরোধী দল হিসাবে। ১২জন বিধায়ক সেখানে রয়েছে তৃণমূলের। সেই হিসাবে তৃণমূল সে রাজ্যে প্রার্থীও দেবে। যদিও জয় অনিশ্চিত। আবার তৃণমূল সে রাজ্যের ২টি লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী দিলে কংগ্রেসকেও মুখ থুবড়ে পড়তে হবে। মাঝখান থেকে লাভ হবে বিজেপির। তাই কংগ্রেস মেঘালয়েও একটি আসন তৃণমূলকে ছেড়ে দিতে চাইছে। তাতে লাভ দুই দলেরই। পরিবর্তে এ রাজ্যের বসিরহাট আসনটি চাইছে কংগ্রেস। যদিও এই প্রস্তাবে মমতা রাজী হবেন কিনা তা নিয়েও ঘোর সন্দেহ আছে।এদিন মমতা রেড রোডের ধর্নামঞ্চ থেকে জানান, 'বাংলা অন্য রাজ্যকে পথ দেখাবে।আমি অল আউট খেলব। সমস্ত রিজিওনাল পার্টি যদি এগিয়ে যায়, সব জাতীয় দল যদি এগিয়ে যায় তাহলে তাহলে বিজেপির সমস্যা।চিরকাল কেউ থাকে না। ওরা অনেক অত্যাচার করেছে। বিজেপি আর না। লড়াই তো হবেই। লড়াই তো চলবেই। খেলা তো হবেই।' ওয়াকিবহাল মহলের দাবি, মমতা এখানে 'জাতীয় দল' হিসাবে বাম ও কংগ্রেসকেই কার্যত বার্তা দিয়েছেন একগুঁয়ে মনোভাব ছেড়ে বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে জোট গঠন করার জন্য। মমতা আগে থেকেই ঠিক করেছিলেন এ রাজ্যে কংগ্রেসকে তিনি ২টি আসন ছেড়ে দেবেন।

## মৃত্যুর আগে পাকা ঘরের আকাঙ্ক্ষা

**পার্থ ঝা, মানিকচক : নিউজ সারাদিন :** বয়সটা প্রায় ৭৫ ছুইছুই। মৃত্যুর আগে শেষ ইচ্ছা একটি পাকা ঘরের। স্থানীয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের কাছে গিয়ে আরজি জানিয়েও পাননি একটি সরকারি ঘর। শুধুই পাওয়া গেছে প্রতিশ্রুতি। তবে কি মৃত্যুর আগে বৃদ্ধা মহিলা পাবে একটি সরকারি ঘর এই প্রশ্ন থেকেই যায়। মালদার মানিকচকের নুরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নিচু শ্যামলাল পাড়া এলাকার বাসিন্দা বৃদ্ধা মহিলা সামিরান বেওয়া। বয়স আনুমানিক ৭৫ বছর।স্বামী সেখ ধানিবের আনুমানিক ছয় বছর আগে মৃত্যু হয়। বর্তমানে ওই ভাঙাচুড়া ঘরের মধ্যেই থাকেন।বয়স জনিত কারণে কোন কাজকর্ম করতে পারেন না সামিরান বেওয়া। প্রতিবেশীদের দানে দু'বেলা খাবার টুকু জোটে। বিধবা ভাতা যতটুকু পান তা ওষুধ পত্রে খরচ হয়।

জানা গেছে, বিগত কয়েক বছর আগে বৃষ্টিপাতের কারণে একটি মাত্র মাটির ঘর ভেঙে পড়ে যায়। সেই ঘরটি আজও ভাঙা অবস্থায় রয়েছে। আর্থিক অনটনের কারণে ঘরটি মেরামত করা হয়নি। সেই ঘরের মধ্যেই ঘরের ছাউনিতে ত্রিপল দিয়ে রাত কাটান বৃদ্ধা মহিলাটি। এরপর এক বছর কেটে গেল কপালে জোটেনি একটি সরকারি ঘর। স্থানীয় বিভিন্ন নেতার কাছে একটি ঘরের আরজি জানিও পাননি একটি সরকারি ঘর। মিল আছে শুধুমাত্র নেতাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি। তবে কি মৃত্যুর আগে পাবে একটি সরকারি ঘর বৃদ্ধা মহিলাটি এই প্রশ্ন থেকেই যায়। আর কত গরিব অসহায় হলে সরকারি ঘর মিলবে এই নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

এই বিষয়ে স্থানীয় বামফ্রন্ট নেতা সেখ মেহেদুল বলেন, যাদের কাঁচা বাড়ি আছে তারা সরকারি বাড়ি পাচ্ছে না অথচ যাদের পাকাবাড়ি আছে তারাই টাকার বিনিময়ে বাড়ি পাচ্ছে।

এবিষয়ে নুরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মুকুন্দ সরকার বলেন,বিষয়ে খতিয়ে দেখে পঞ্চায়েত তরফে সাহায্য করব।

## পুঞ্চে সন্দেহভাজন ব্যক্তির আনাগোনা, গুলি চালনা শুরু সেনার

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** জম্মু কাশ্মীরের পুঞ্চে শনিবার ফের গুলি চালাল ভারতীয় সেনা। নিয়ন্ত্রণরেখায় সন্দেহভাজক ব্যক্তিদের ঘোরাফেরা দেখতে পেয়েই গুলি চালাতে শুরু করল সেনাবাহিনী। গোটা এলাকায় চরুনি তল্লাশি শুরু হয়েছে।পুঞ্চে সেনাবাহিনীর গুলির লড়াই নতুন কিছু নয়। এর আগে একাধিকবার পুঞ্চে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর একাধিক গ্রামে জঙ্গিদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে ও জঙ্গি দমনে তল্লাশি চালাতে হয়েছে সেনাবাহিনীকে। এর আগে একাধিকবার জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াইও হয় সেনাবাহিনীর।এদিন গোপন সূত্রে খবর পেয়েই নিয়ন্ত্রণরেখার কাছে মাম্থারের সেবরা গালি এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালাতে শুরু করে সেনাবাহিনী।বেশ কিছুদিন ধরেই সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের আনাগোনা চলছিল বলে সেনা সূত্রে খবর। এদিন সন্দেহভাজন জঙ্গিদের ঘোরাফেরা করতে দেখেই গুলি চালাতে শুরু করে জওয়ানরা। মাম্থারের সেবরা গালি এলাকায় চিরুনি তল্লাশি শুরু হয়েছে।

ইতিমধ্যে সেনাবাহিনীর তরফে হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। কিছুদিন পরেই এই সব এলাকায় তুষারপাত শুরু হবে। সেনাবাহিনীর কাছে খবর, সেই তুষারপাতের সুযোগ নিয়েই জঙ্গিরা ভারতে অনুপ্রবেশ করতে পারে। জঙ্গিরা যাতে সেই অনুপ্রবেশের সুযোগ না পায়, সেজন্য সতর্কতা জারি করা হয়েছে সেনাবাহিনীর তরফে। গত শুক্রবার হোয়াটস নাইট ক্রপসের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং নবীন সচদেব ঘটনাস্থলে যান ও পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে দেখেন।

## চোখ মেলেছিলেন রামলালা

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** দীর্ঘদিনের জটিলতা কাটিয়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে রাম মন্দিরের। গর্ভগৃহে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বালক রামের মূর্তি, যা তৈরি করেছে অরুণ যোগীরাজ। একদিকে রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার আনন্দে আপ্লুত ভক্তরা। অন্যদিকে শিল্পীর তৈরি মূর্তি দেখে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। কৃষ্ণশীলা খোদাই করে এমন স্বর্গীয় সৌন্দর্য কীভাবে আনলেন শিল্পী, সেই প্রশ্নও করছেন অনেকে।যে কয়েকদিন ধরে রামলালার মূর্তি তিনি তৈরি করেছিলেন, সে কদিন নাকি রাতে বারবার জেগে উঠতেন শিল্পী। তিনি অনুভব করতেন রামলালা তাঁকে ডাকতেন। পরে যখন তাঁর মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বেছে নেওয়া হয়, তখন তিনি বলেছিলেন, নিজেকে পৃথিবীর সবথেকে ভাগ্যবান বলে মনে করেন তিনি।

আপাতত তাঁর তৈরি মূর্তি দেখতেই দলে দলে ভিড় করছেন ভক্তরা। খুব কম সময়ের মধ্যে তাঁকে ওই মূর্তি তৈরি করার কথা বলা হয়েছিল। কেমন হবে সেই মূর্তি, সেটাও বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁকে।তবে অরুণ যোগীরাজ জানিয়েছেন, মূর্তি কেমন হবে সে সম্পর্কে তাঁর কোনও ধারনাও ছিল না। তাহলে কীভাবে তৈরি করেছিলেন মূর্তি?

রাম মন্দির তৈরির সময় এগিয়ে আসছিল, কিন্তু মূর্তির মুখ কেমন হবে, তা বুঝে উঠতে পারছিলেন না যোগীরাজ। তিনি জানিয়েছেন, গত বছর দীপাবলির সময় তিনি গিয়েছিলেন অযোধ্যায়। তখনই এক অদ্ভুত বিষয় হয়। সংবাদমাধ্যমে তিনি জানিয়েছেন, অযোধ্যায় সেই সময় কয়েকজন শিশুকে দেখেছিলেন তিনি। তাঁদের মুখ দেখার পরই রামের মুখ সম্পর্কে একটা ধারনা তৈরি হয় তাঁর।তবে চোখ তৈরি করাটাই সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। যোগীরাজ জানিয়েছেন, মাত্র ২০ মিনিটই নাকি ছিল শুভ সময়। তার মধ্যেই চোখ তৈরি করতে হত। সেটাই করেছিলেন অরুণ যোগীরাজ।

## প্রাক্তন রেলমন্ত্রী ললিতবাবুর

# ১০১তম জন্মবার্ষিকী পালিত হল

**নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ (এজেন্সি) : নিউজ সারাদিন :** প্রাক্তন রেলমন্ত্রী প্রয়াত ললিত নারায়ণ মিশ্রের ১০১ তম জন্মবার্ষিকী গতকাল পালিত হয়েছে।

রাজধানী দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে আয়োজিত এক জমকালো অনুষ্ঠানে মিথিলাবাসী প্রয়াত ললিত বাবুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রয়াত নেতার নাতি অ্যাডভোকেট বৈভব মিশ্র।

এই উপলক্ষ্যে সাংসদ শ্রী বিবেক ঠাকুর এবং হরি কিষাণ, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হুকুমদেব যাদব, প্রাক্তন সাংসদ প্রভাত ঝা এবং বিহার বিধান পরিষদের সদস্য সঞ্জয় ময়ুখ এবং অন্যান্য বক্তারা প্রয়াত মিশ্রের জীবনের উপর আলোকপাত করেন।তিনি আরও বলেন যে বোমা বিস্ফোরণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এর আজও রহস্যাবৃত।

### ভারতের প্রতিটি রাজ্য যখন উন্নত হবে, তখনই "বিকশিত ভারত"-এর স্বপ্ন বাস্তবায়ন সম্ভব : প্রধানমন্ত্রী

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** ভারতের প্রতিটি রাজ্য যখন উন্নত হবে, তখনই "বিকশিত ভারত"-এর স্বপ্ন বাস্তবায়ন সম্ভব। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, এটি নিশ্চিত করার জন্য, আমরা গত ১০ বছরে প্রতিটি ক্ষেত্রে ওডিশাকে সমর্থন

এরপর ৩ পাতায়

## যুগপুরুষ স্বামীজির ১৬২ তম আবির্ভাব তিথি

# উদযাপন হলো রামকৃষ্ণ মিশনে

**নবদ্বীপ, নদিয়া : নিউজ সারাদিন :** নদিয়া জেলার মহাপ্রভুর জন্মস্থান নবদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশনে মহা সমারোহে উদযাপন হল স্বামী বিবেকানন্দের ১৬২তম শুভ আবির্ভাব তিথি। এদিন সকাল ৭টায় শুরু হয় রামকৃষ্ণ মিশনে বিশেষ পূজা, তারপর হোম ও আরতি। স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় স্বামীজির জীবন ও বাণী প্রসঙ্গে বিশেষ আলোচনাসভা। উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন কোলকাতা ছাত্রাবাস বেলঘড়িয়া থেকে আগত স্বামী ধ্যেয়ানন্দ মহারাজ । আলোচনা শেষে মধ্যাহ্নে মিশনে উপস্থিত প্রায় ২০০ অনুরাগীবৃন্দ প্রসাদ গ্রহণ করেন।

এইদিন সন্ধ্যায় ঠাকুরের নাটমন্দিরে সুন্দর এক গীতিআলেখ্য পরিবেশীত হয়।নবদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালন সমিতির সম্পাদক স্বামী অমরেশ্বরানন্দ মহারাজ বলেন স্বামী বিবেকানন্দর জন্মদিন সরকারি ভাবে ১২ই জানুয়ারি বিশ্ব যুব দিবস হিসাবে পালিত হলেও রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠ গুলিতে ২ রা ফেব্রুয়ারি স্বামীজির শুভ আবির্ভাব তিথি পালন করা হয়ে থাকে।এই দিন সন্ধ্যায় গীতিআলেখ্যটি পরিবেশন করেছে বহরমপুর থেকে আগত খাগড়া চরৈবেতির শিল্পীরা। গীতি আলেখ্য দর্শকবৃন্দদের মনকে আপ্লুত করে তুলেছিল।

## TENDER

### TENDER NOTICE

E Tender is invited though online Bid System vide **NIeT No.15/Rampara-I GP/2023-2024** With Vide Memo No. -**29/Ram-I/5th SFC (Untied)/2023-24, Dated:- 01/02/2024** by The Prodhan Rampara-I Gram Panchayat. Last date of Application **12/02/2024 up to 2.00 pm Hours.** interested contractors please visit **htpp://wbtenders.gov.in**

Sd/-, Prodhan
Rampara-I Gram Panchayet
Rampara, Murshidabad

১-ম পাতার পর

# ২১ লক্ষ শ্রমিককে ১০০ দিনের বকেয়া টাকা দেবে রাজ্য, বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

বাংলাকে ভাতে মারবে। জেনে রাখুন, আমার দেহের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও বাংলাকে রক্ষা করব। বাংলার কোনও ক্ষতি হতে দেব না।"এরপরই মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের ১০০ দিনের শ্রমিকদের অ্যাকাউন্টে তাঁদের প্রাপ্য টাকা পাঠিয়ে দেবে রাজ্য। রাজ্য সরকারই দেবে এই টাকাটা।

এদিনের ধর্নায় হাজির ছিলেন বাংলা আবাস যোজনা প্রকল্পের উপভোক্তারাও। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "বাংলার সাড়ে ১১ লক্ষ উপভোক্তার বাড়ির টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র। বিজেপি সরকার টাকা না দিলে এদের টাকাও আমার দিয়ে দেব। তবে সেই তারিখটা এখন বলছি না।"১০০ দিনের কাজ, গ্রামীণ আবাস যোজনা-সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে রাজ্যের টাকা আটকে রাখার অভিযোগে গত বছরের ২ ও ৩ অক্টোবর অভিষেকের নেতৃত্বে দিল্লিতে অভিযান করেছিল তৃণমূল। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী চার ঘণ্টা বসিয়ে রেখেও দেখা না করার প্রতিবাদে ধর্নায় বসেছিলেন তৃণমূল সাংসদরা। বিক্ষোভকারীদের হঠাতে অভিষেক-সহ তৃণমূলের সাংসদ বিধায়কদের চ্যাংদোলা করে প্রিজনভ্যানে তোলার অভিযোগ উঠেছিল পুলিশের বিরুদ্ধে। প্রতিবাদে দিল্লি থেকেই রাজভবন অভিযানের ডাক দিয়েছিলেন অভিষেক।

এমনকী ওই ধর্না মঞ্চ থেকে 'বঞ্চিতদের' উদ্দেশে অভিষেক বলেছিলেন, 'ভাববেন না কেন্দ্র টাকা না দিলে, আপনারা টাকা পাবেন না। আপনাদের টাকার ব্যবস্থা তৃণমূল কংগ্রেস করবে। আমি মঞ্চ থেকে কথা দিয়ে যাচ্ছি।' গত নভেম্বরে ১০০ দিনের কাজে ৩ হাজার শ্রমিককে আর্থিক সাহায্য করেছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক।বকেয়ার দাবিতে সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে দেখাও করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপরও রাজনৈতিক কারণে বাংলার শ্রমিকদের প্রাপ্য টাকা আটকে রাখা হচ্ছে বলে অভিযোগ।

## ভারতীয় তটরক্ষী বাহিনীর তৎপরতার ব্যাখ্যা চাইল মালদ্বীপ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ভারতীয় তটরক্ষী বাহিনীর তৎপরতার ব্যাখ্যা চাইল মালদ্বীপ। সরকারি স্তর থেকে মালদ্বীপ সরকার চিঠি পাঠিয়েছে ভারতকে। ভারত এবং মালদ্বীপের সম্পর্কের অবনতি হয়েছে গত কয়েকমাসে। ভারতীয় বাহিনীকে সরিয়ে নেওয়ার অনুরোধ আগেই জানিয়েছে মালদ্বীপ। সে দেশের রাষ্ট্রপতি মহম্মদ মুইজ্জু নিজেই এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন।শুক্রবারই দু'দেশের সমন্বয়ের জন্য তৈরি কোর কমিটির বৈঠক হয়। ঠিক হয়েছে মার্চ থেকে মে'র মধ্যে ধাপে ধাপে বাহিনী সরিয়ে নেবে ভারত। তবে ভারতের দুটি হেলিকপ্টার এবং একটি ডর্নিয়ার বিমান দ্বীপরাষ্ট্রে থাকবে। মালদ্বীপে ভারতের ৮০ জন সামরিক কর্মী মোতায়েন করা আছে। গত জানুয়ারিতে কোর গ্রুপের প্রথম বৈঠকে ১৪ মার্চের মধ্যে বাহিনী সরানোর সময়সূচি ঠিক হয়েছিল।মালদ্বীপের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ঘটনা নিয়ে বিবৃতিও জারি করেছে। বলা হয়েছে যে ইন্ডিয়ান কোস্ট গার্ড মালদ্বীপের মৎস্যজীবীদের থেকে তিনটি নৌকা ভাড়া নেয়। তারা যে এলাকায় ঘোরাফেরা করছিল সেটি মালদ্বীপের অর্থনৈতিক জোনের আওতায়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়েই ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনী এই অঞ্চলে ঘোরাফেরা করেছে।

শনিবার ভারতকে পাঠানো চিঠিতে বাহিনীর তৎপরতা সম্পর্কে বিশদ জানানোর অনুরোধ করেছে মালদ্বীপ। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনীর দুটি জাহাজ মৎস্যজীবীদের জিজ্ঞাসাবাদও করেছে। ১ ফেব্রুয়ারি এই তৎপরতার খবর পেয়ে পৌঁছায় মালদ্বীপের রক্ষী বাহিনী।

১-ম পাতার পর

## বাজপেয়ীর পর আডবাণীকেও ভারত রত্ন

মধ্যেই আডবাণীর জন্য ভারত রত্ন ঘোষণা করে নিন্দুকদের মুখ বন্ধ করিয়ে দিলেন নরেন্দ্র মোদি।ক্ষমতায় আসার পরই অবশ্য ২০১৫ সালে লালকৃষ্ণ আডবাণীকে পদ্ম বিভূষণ দিয়েছিল মোদি সরকার। আবার প্রণব মুখোপাধ্যায়, মদন মোহন মালব্যর মতো কংগ্রেস নেতাদেরও ভারত রত্ন সম্মান দিয়েছে নরেন্দ্র মোদি সরকার। ফলে, রাজনৈতিক রং না দেখেই দেশের কিংবদন্তি রাজনীতিবিদদের তারা প্রাপ্য সম্মান দিয়েছে বলেও দাবি করতে পারবেন নরেন্দ্র মোদি। কংগ্রেস আমলে যে সম্মান দেওয়া হয়নি বলে বহুদিন আগেই অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। কয়েক দিন বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কর্পূরি ঠাকুরকেও মরণোত্তর ভারত রত্ন সম্মান দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল নরেন্দ্র মোদি সরকার।নরেন্দ্র মোদি নিজে এ দিন দাবি করেছেন, লালকৃষ্ণ আডবাণীর থেকে তিনি অনেক কিছু শিখেছেন। বিজেপিকে তৈরি করার পিছনেও আডবাণীর অবদানের কথা উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

১৯৯০ সালে রাম জন্মভূমি আন্দোলনে দলের অন্যতম প্রধান মুখ ছিলেন লালকৃষ্ণ আডবাণী।১৯৮০ সালে দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্যও এই প্রবীণ নেতা। তিন বার দলের সর্বভারতীয় সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন আডবাণী। ২০০৯ সালে তিনিই ছিলেন বিজেপির প্রধানমন্ত্রীর মুখ।

বাজপেয়ী সরকারের আমলে উপ প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মতো গুরুদায়িত্ব সামলেছেন আডবাণী। আবার সংসদের দুই কক্ষেই বিরোধী দলনেতার দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। যদিও ২০১৪ সালে মোদি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বিজেপির অন্দরে আডবাণীর সক্রিয়তা কমতে থাকে। ওই বছরই মুরলী মনোহর যোশীর সঙ্গে আডবাণীকেও পথ প্রদর্শক অথবা মার্গদর্শক মণ্ডলের নেতা হিসেবে ঘোষণা করে বিজেপি। বাবরি মসজিদের জমিতে রাম মন্দির নির্মাণের দাবি জানিয়ে ১৯৯০ সালে গুজরাতের সোমনাথ থেকে অযোধ্যা পর্যন্ত রথযাত্রা করেন রথযাত্রা করেন লালকৃষ্ণ আডবাণী। সর্বভারতীয় রাজনীতিতে এই রথযাত্রা থেকে উত্থান আডবাণীর। সেই সময় ততকালীন প্রধানমন্ত্রী ভি পি সিংয়ের নির্দেশে তাঁকে বিহারে আটকান মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব।১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের আগে আডবাণীর বিরুদ্ধে করসেবকদের উদ্দেশ্যে উস্কানিমূলক বক্তব্য রাখার অভিযোগ উঠেছিল। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের অভিযোগে আডবাণী সহ বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনে সিবিআই। যদিও ঘটনার ২৮ বছর পর ২০২০ সালে প্রমাণের অভাবে আডবাণীকে এই অভিযোগ থেকে মুক্তি দেয় নিম্ন আদালত। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঘটনাকে স্বতঃপ্রণোদিত এবং পূর্ব পরিকল্পিত নয় বলেই রায় জানায় আদালত। ২০২২ সালে নিম্ন আদালতের এই নির্দেশই বহাল রাখে হাইকোর্ট।

# ৪০০০ খরচ করে পুলিশে 'চাকরি' ক্লাস ফাইভ পাসের!

## শেষমেশ ধরা পড়তেই হল ভুয়ো ইন্সপেক্টরকে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : গায়ে খাকি উর্দি। অন্যান্য পুলিশ ইন্সপেক্টরদের মতোই উর্দি পরে ঘুরে বেড়াতেন এলাকায়। রাস্তায় গাড়ি আটকিয়ে চালাতেন তল্লাশি, করতেন জরিমানা। এই যুবক বছর চারেক ধরে আগ্রায় 'পুলিশগিরি' চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে শেষমেষ ধরা পড়লেন তিনি। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত ওই যুবকের নাম দেবেন্দ্র ওরফে রাজু।অভিযোগ পাওয়ার পর এলাকায় পুলিশ সন্ধান শুরু করে। সেখানে আসার পর আসল পুলিশ দেখতে পায় দেবেন্দ্র নামের ওই যুবক পুলিশের উর্দি গায়ে তল্লাশি চালাচ্ছেন গাড়িতে। এরপর পুলিশকর্মীরা ওই যুবককে জিজ্ঞাসা করেন তিনি কোন থানার পুলিশ, নাম কী ইত্যাদি। এরপর ধৃত যুবক স্বীকার করে নেয় যে সে পুলিশের কর্মী নয়। এরপর দেবেন্দ্রকে গ্রেফতার করে স্থানীয় থানার পুলিশ।ধৃত যুবকের পড়াশোনা পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত। ধৃত দেবেন্দ্র মাত্র চার হাজার টাকা খরচ করে কিনে ফেলেন পুলিশের উর্দি। সেই উর্দি পরে নিজেকে পুলিশ ইন্সপেক্টর পরিচয় দিয়ে ঘুরে বেড়াতেন চারপাশের এলাকায়। যদিও কয়েকদিন ধরে পুলিশের কাছে খবর আসছিল, গাড়ি দাঁড় করিয়ে এক পুলিশ ইন্সপেক্টর টাকা আদায় করছেন।

পুলিশের কাছে দেবেন্দ্র বলেছে, চার হাজার টাকা খরচ করে লক ডাউনের সময় সে এই উর্দি কিনেছিল। এরপর তিনি সেই পুলিশের উর্দি পরেই বাইরে বের হতেন। কেউ তাকে কিছু বলার বা জিজ্ঞাসা করার সাহস পাননি কখনো। পুলিশ ইন্সপেক্টর পরিচয় দিয়ে সে বিভিন্ন দোকান থেকে কম দামে জিনিস কেনা থেকে শুরু করে গাড়ি থেকে তোলা আদায়, অনেক অপকাণ্ড করত। এই কাজ গত চার বছর ধরে সে চালিয়ে গেছে।

## ভারতের প্রতিটি রাজ্য যখন উন্নত হবে, তখনই "বিকশিত ভারত"-এর স্বপ্ন বাস্তবায়ন সম্ভব : প্রধানমন্ত্রী

করেছি। শনিবার ওড়িশার সম্বলপুরে বিভিন্ন জনকল্যাণ মূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, "ওড়িশার রেলওয়ে সেক্টরে আগের তুলনায় ১২ গুণ বেশি বাজেট দেওয়া হয়েছে। গত দশ বছরে, প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনার অধীনে গ্রামীণ ওড়িশায় প্রায় ৫০ হাজার কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, "কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য ও প্রচেষ্টায় ওড়িশা পেট্রোলিয়াম এবং পেট্রো-কেমিক্যালের ক্ষেত্রে উন্নয়নের নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে।"এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "আমরা ওড়িশাকে শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের কেন্দ্রে পরিণত করার জন্য ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। গত ১০ বছরে, ওড়িশার জন্য নিবেদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ওড়িশার যুবকদের জীবন বদলে দিচ্ছে। আইআইএসইআর বেরহামপুর হোক অথবা ইনস্টিটিউট অফ কেমিক্যাল টেকনোলজি, ওড়িশাকে যুবকদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন শীর্ষ-শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান সরবরাহ করা হয়েছে।"

## দাঁতের সমস্যা

### মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের বেশি হয়: ডাঃ ত্রিশলা

উষা পাঠক, সিনিয়র সাংবাদিক : নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারী ২০২৪ (এজেন্সি) : নিউজ সারাদিন : সুপরিচিত ডেন্টিস্ট ডাঃ ত্রিশলা আজ বলেছেন যে দাঁতের সমস্যা মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের মধ্যে বেশি দেখা যায়।

ডাঃ ত্রিশলা এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন।তিনি বলেন, পুরুষরা তামাক, বিড়ি ও অন্যান্য নেশাজাতীয় দ্রব্য বেশি পরিমাণে সেবন করেন, তাই নারীদের তুলনায় পুরুষরা বেশি দাঁতের রোগে আক্রান্ত হন।

ডাঃ ত্রিশলা বলেন, নিয়মিত দাঁত পরিষ্কার করলে সমস্যা কম হয় এবং চোয়ালও সুরক্ষিত থাকে। নিমের ডাল দিয়ে দাঁত ব্রাশ করা সবচেয়ে উপকারী। এটি দাঁত পরিষ্কারের একটি প্রাচীন ঐতিহ্য, যা আজও প্রাসঙ্গিক।

এক প্রশ্নের জবাবে ডাঃ ত্রিশলা বলেন, আধুনিক যুগে দাঁত সোজা ও টানটান করার অনেক পদ্ধতি আছে মানুষও সেগুলো ব্যবহার করতে শুরু করেছে।এল.এস.

১-ম পাতার পর

## সামুদ্রিক জলদস্যুতা এবং চোরাচালানের সঙ্গে জড়িতদের কোনও অবস্থাতেই বরদাস্ত করা হবে না : রাজনাথ সিং

আমরা ভারত মহাসাগর এবং ভারত প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্রথম প্রতিক্রিয়াশীল হয়েছি। যদি আমরা বৈশ্বিক বাণিজ্যের কথা বলি, ভারত মহাসাগর একটি হটস্পট হিসাবে গণনা করা হয়।"

আমরা সম্প্রতি ৮০ জন মৎস্যজীবীকে উদ্ধার করেছি, এটি আমাদের ভারতীয় নৌবাহিনীর উদ্দেশ্য এবং শক্তি আমাদের ক্রমবর্ধমান শক্তির লক্ষ্য হল ভারত মহাসাগর এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে অবৈধ এবং অনিয়ন্ত্রিত মাছ ধরা বন্ধ করা। ভারতীয় নৌবাহিনীর ক্রমবর্ধমান শক্তি এই অঞ্চলে মাদক ও মানব পাচারও বন্ধ করছে।"

১-ম পাতার পর

## সরকার যাই করুক, সমর্থন করব', বকেয়া ইস্যুতে শুভেন্দুকে জবাব রাজ্যপালের

পাশাপাশি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কটাক্ষেরও জবাব দিয়েছেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। তাঁর কথায়, "আমি বাংলার মানুষের স্বার্থে রয়েছি। কোনও নির্দিষ্ট সরকারের পক্ষে নই। আমার সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক হচ্ছে, সরকার যাই করুক না কেন, আমি সমর্থন করব।"শুক্রবার রাজ্যপালের এই ভূমিকা নিয়ে সমালোচনা করেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সামনে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, "রাজ্যপাল অনেক কথা বলেন, কেউ গুরুত্ব দেন না। বৃহস্পতিবার জগদীপ ধনকড়, অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করে বাংলার হয়ে সওয়াল করেছেন বোস। কখন প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা আর কখন ঝগড়া, আমি বলতে পারব না।" আসলে এই দুজনের সঙ্গে দেখা করেই রাজ্যপাল বাংলার বকেয়ার কথা বলেছেন। আর সেই কারণেই তিনি বিজেপির এমন সমালোচনার মুখে পড়েন।শনিবার কলকাতা বিমানবন্দরে পা রেখেই শুভেন্দু অধিকারীর সমালোচনার জবাব দিয়েছেন সি ভি আনন্দ বোস। তিনি বলেন, "উনিও ঠিক, আমিও ঠিক। আমি বাংলার মানুষের স্বার্থে রয়েছি। তাঁদের জন্য কথা বলেছি। কোনও নির্দিষ্ট সরকারের পক্ষে নই। আমার সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক হচ্ছে, সরকার যাই করুক না কেন আমি সমর্থন করব।"

## ভারতের অনেক রাজ্যে কুষ্ঠ রোগ একটি গুরুতর সমস্যা: ড. পঙ্কজ

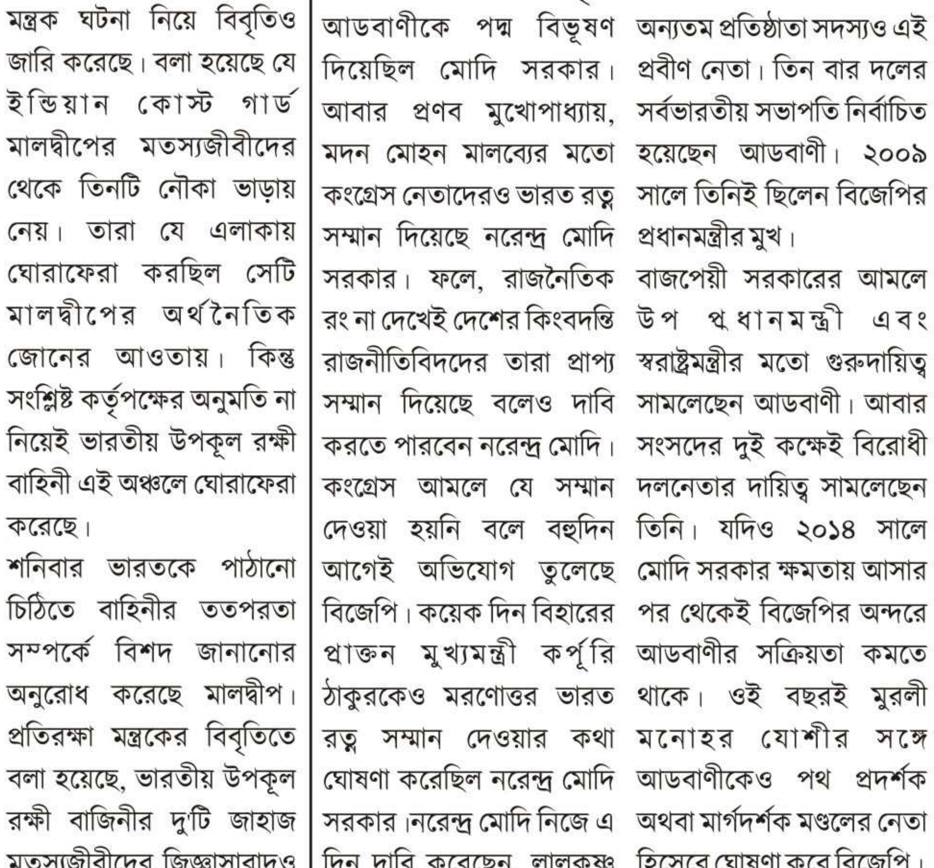

উষা পাঠক, সিনিয়র সাংবাদিক : নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ (এজেন্সি) : নিউজ সারাদিন : প্রখ্যাত চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ প্রীতম পঙ্কজ আজ বলেছেন যে ভারতের অনেক রাজ্যে কুষ্ঠ এখনও একটি গুরুতর সমস্যা রয়ে গেছে।

ডাঃ পঙ্কজ এখানে একটি সাক্ষাৎকারের সময় একথা বলেন।তিনি বলেন যে জাতীয় কুষ্ঠ নির্মূল কর্মসূচি এই রোগ প্রতিরোধে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে, তবে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, তেলেঙ্গানা এবং অন্ধ্র প্রদেশের কিছু অঞ্চলে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়েছে। আদিতে পুরোপুরি নির্মূল করা হয়নি। অভিবাসনবাদ এই রোগের বিস্তারের প্রধান কারণ।

বিহারের সহরসা জেলার বাসিন্দা ডাঃ পঙ্কজ বলেন, আগে কুষ্ঠরোগীদের সারাজীবন ওষুধ খেতে হতো।এরপর দুই বছর ওষুধ দেওয়া হতো।এখন নিয়মিত এক বছর ওষুধ খেলে এ থেকে মুক্ত থাকা যায়।রোগ। পারে। ডাঃ পঙ্কজ বলেন, কুষ্ঠ পাঁচ প্রকার।সাধারণত এই রোগে স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হয়।এ কারণে বিকলাঙ্গতাও হতে পারে।কুষ্ঠ রোগের ব্যাকটেরিয়া যখন শ্বাসনালীতে পৌঁছায় তখন মানুষ এই ধরনের মানুষের সংস্পর্শে আসে। দর্শনার্থীদের মাধ্যমে রোগ ছড়ায়।অন্যান্য পরিস্থিতিতে, এই রোগ একে অপরের সংস্পর্শেই ছড়ায় না।

তিনি বলেন, অনেক সময় এমনও দেখা গেছে যে, নির্ধারিত সময় পর্যন্ত ওষুধ খেলেও রোগ পুরোপুরি নিরাময় হয় না। তখন রোগীরা সরকারি চিকিৎসার পরিবর্তে বেসরকারি চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন। কিন্তু এর ওষুধ বেসরকারি খাতে পাওয়া যায়। এটি সহজে পাওয়া না যাওয়ায় তাদের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।তবে বর্তমানে রিফামশিলের একটি ট্যাবলেট কুষ্ঠ রোগ সৃষ্টিকারী ৯৯ শতাংশ ব্যাকটেরিয়া দূর করতে সক্ষম, যা রোগীকে চিকিৎসার সময় মাসে একবার খাওয়ানো হয়।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
৩ বর্ষ ০৩৪ সংখ্যা ০৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ রবিবার ২০ মাঘ, ১৪৩০

'এক দেশ, এক নির্বাচন' নিয়ে বৈঠক,

# সোমবার দিল্লি যাচ্ছেন মমতা

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন :** আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগে 'এক দেশ এক ভোট' সংক্রান্ত বৈঠকে যোগ দিতে আগামী সোমবার দিল্লি যাচ্ছেন মুখয়মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।এ নিয়ে সেলিমের বক্তব্য, "আমরা তো প্রথম দিন থেকেই বলেছি, এই ব্যক্তির কাজ হল দিল্লিকে তুষ্ট করে মুখ্যমন্ত্রীকে খুশি করে পথ চলা। মাঝে একটু ফুসফাঁস করে ওঠে কিন্তু কোন মূল্য গুরুত্ব নেই। প্রথম কিস্তির টাকা তো ওরা পেয়ে যাবে। কিন্তু দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পাওয়ার জন্য কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে। আর সেই শর্ত পূরণের অন্যতম শর্তই হল ইন্ডিয়া জোটের ভাঙন। সেটাই উনি চেষ্টা করে যাচ্ছেন।"

আগামী সোমবার, অর্থাত ৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লি যাচ্ছেন মমতা। মঙ্গলবার 'এক দেশ এক ভোট' সংক্রান্ত বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন তিনি। মমতার বক্তব্য, "আমাকে একদিনের জন্য দিল্লি যেতে হবে। রাজনীতির জন্য নয়। 'ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন' নিয়ে ওরা নাকি একটা এক্সপার্টস কমিটি করেছে, তারা আমাকে আমার ওপিনিয়ন জানাতে ডেকেছেন। তাই আমি ৫ তারিখে সন্ধেয় যাব, ৬ তারিখে বেলা ২টোয় মিটিং করব। তার পর সন্ধেয় ফিরে চলে আসব। কারণ ৮ তারিখে আমার বাজেট আছে।"

এ নিয়ে কটাক্ষ ছুড়ে দিয়েছেন সিপিএম-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। তাঁর কথায়, "আগেই তো সব ঠিক হয়ে গিয়েছে। নাগপুর থেকে ক্লিয়ারেন্স এসে গিয়েছে। এবার দিল্লি যাবেন। প্রধানমন্ত্রী টাকা ছেড়ে দেবেন। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে বলে বেড়াবেন, তিনি জোর করে টাকা আদায় করে আনলেন। প্রতিবার ভোটের আগে এই নাটক চলতেই থাকে। আসলে এখন টাকা না পেলে কর্মীদের নামাতে পারবে না। টাকা না পেলে কোনও কর্মী নামবে না। তাই এখন এসব নাটক চলছে। ঠিক সময় মতো টাকা পেয়ে যাবে।"তবে রাজ্যের বকেয়া নিয়ে সওয়াল করায় রাজ্যপালকে তীব্র আক্রমণ করেছেন শুভেন্দু। তাঁর বক্তব্য, "গতকালও দিল্লিতে অমিতজি এবং ধনকড়জির সঙ্গে দেখা করার পরে রাজয় সরকারের হয়ে সওয়াল করেছেন। কখন প্রেম প্রীতি ভালবাসার উদয় হয়, কখন ঝগড়া হয়, তা আমি বলতে পারব না। এই রাজয়পাল অনেকদিন ধরে অনেক কথা বলেন। ওঁর কথায় কেউ গুরুত্ব দেয় না। ওঁরা তো দেনই না। ওয়য়ার রুম খুলেছিলেন। ৭২ হাজার অভিযোগ পাঠিয়েছিলেন। একটা অভিযোগেরও কিছু হয়নি।"

## সম্পাদকীয়

# ৪০০ পার করবে এনডিএ, খড়্গের কথায় হাসি মোদীর

সামনেই বসেছিলেন নরেন্দ্র মোদী। চোখে চোখ রেখেই রামমন্দির, বিলকিস বানো থেকে নীতীশ কুমার, ঝাড়খণ্ড নিয়ে তাঁকে নিশানা করছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়্গে। কিন্তু মুখ ফস্কে 'এ বার ৪০০ পার হয়ে যাবে' বলায় নরেন্দ্র মোদী থেকে গোটা বিজেপি হেসে যাবতীয় অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ পেয়ে গেল।অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার নাম না করে তাঁর মন্তব্য তুলে ধরে খড়্গে বলেন, "বিজেপির এক মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের সেবা করা শূদ্রদের কর্তব্য। এমন মুখ্যমন্ত্রীকে পদ থেকে সরানো উচিত।" মোদী জমানায় রাজ্যপালদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন খড়্গে। তিনি বলেন, "বিহারে নীতীশ কুমারের পদত্যাগের ১২ ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে ফের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ পাঠ করানো হয়েছে। কিন্তু ঝাড়খণ্ডে নতুন মুখ্যমন্ত্রীকে শপথ পাঠ করাতে রাজ্যপাল দেরি করছেন। এটা লজ্জাজনক।"রাজ্যসভায় রাষ্ট্রপতির বক্তৃতার উপর ধন্যবাদজ্ঞাপন প্রস্তাব নিয়ে আলোচনায় আজ খড়্গে নরেন্দ্র মোদীকে সরাসরি নিশানা করেন। কঠিন মুখে যাবতীয় সমালোচনা শুনছিলেন মোদী। সে সময়ে খড়্গে বলেন, "আপনাদের তো বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। এখন এনডিএ ৩৩০-৩৩৫ জন সাংসদ রয়েছেন। এ বার ৪০০ পার হয়ে যাবে।" খড়্গে বলতে চেয়েছিলেন, বিজেপি দাবি করছে, এ বার ৪০০ পার হয়ে যাবে। তার বদলে সরাসরি '৪০০ পার হয়ে যাবে' বলে ফেলায় বিজেপি নেতারা উল্লাসে ফেটে পড়েন। খোদ নরেন্দ্র মোদী, রাজ্যসভার নেতা পীযূষ গয়াল হাসতে শুরু করেন।বিজেপি সাংসদদের টেবিল চাপড়ানো দেখে খড়্গে বলেন, "এঁরা সব নরেন্দ্র মোদীর কৃপায় জিতে এসেছেন। লোকসভায় বিজেপি ১০০ আসনও পার করবে না। ইন্ডিয়া সর্শবক্তি দিয়ে লড়বে।" গয়ালের কটাক্ষ, "খড়্গে সত্যি কথাটা বলে ফেলেছেন। রোজই কেউ না কেউ ইন্ডিয়া ছেড়ে যাচ্ছে। ইন্ডিয়া জোটের অস্তিত্ব রয়েছে কি না, সেটাই বোঝা যাচ্ছে না।" খড়্গে অবশ্য এতে দমেননি। তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই লোকসভা নির্বাচনকেই শেষ ভোট ঘোষণা করে দিতে পারেন। হতেই পারে যে তাঁর মনে হচ্ছে, তিনি এত জনপ্রিয় যে গণতন্ত্রের দরকার নেই। রামমন্দিরের উদ্বোধনে তিনি মোহন ভাগবতকে পাশে নিয়ে বসেছিলেন। যিনি সংরক্ষণ উঠিয়ে দিতে চান। গুজরাতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বিলকিস বানোর ধর্ষকদের জেল থেকে মুক্তির পরে মালা পরিয়ে অভ্যর্থনা জানায়। প্রধানমন্ত্রী তার নিন্দা করেন না। তিনি মণিপুর নিয়ে মুখ খোলেন না। তিনি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক্তৃতা করেন। কিন্তু মণিপুরের হিংসা, মহিলাদের অপমান, দলিতদের উপর অত্যাচার নিয়ে মুখ খোলেন না।"

# পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

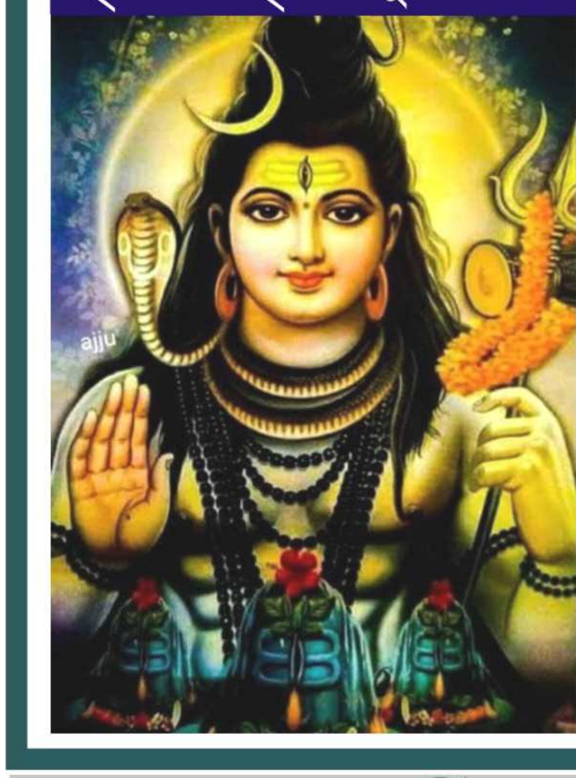

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

মৃত্যুকে জয় করেছেন যিনি তিনি মৃত্যুঞ্জয়,তাই এই মন্তের নাম হয়েছিল মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র।ওম। ত্রম্বকাম যজমাহে, সুগন্ধিম পুষ্টি-বর্ধানাম, উরুভারুকস্তিয়া বান্ধানাম, মৃত্যুয়র মুখশিয়া মামরিতাত।" প্রসঙ্গত, চার লাইনে ভাঙা এই মন্ত্রটির প্রতিটি লাইনে আটটা চিহ্ন রয়েছে, যা উচ্চারণ করার সময় সারা শরীরজুড়ে একটা কম্পন ছড়িয়ে পরে। এই কম্পনই শরীরে ভেতরে থাকা হাজারো ক্ষতকে নিমেষে সারিয়ে তোলে। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

# হিন্দু ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(ষষ্ঠ পর্ব)

হলো শ্রীধর পন্ডিতের । ইনি একজন শাক্ত ছিলেন । ত্রিকুট পাহাড়ের তলায় আজকের কাটরা শহরে বাস করতেন ।বৈষ্ণ দেবী তার স্বপ্নে দেখা দিয়ে তাকে এক ভান্ডার আয়োজন করতে বলেন । সেই ভান্দারায় খাওয়ানোর দায়িত্বটা বৈষ্ণ দেবীই নিজেই নেন । এর পরে এটাকে কুসংস্কার ছাড়া কি বলব । শাক্তরা বৈদিক ধর্মের বারোটা বাজিয়েছিল ।

বাকি সমস্ত কাল্পনিক দেবদেবীর পূজা কোনো না কোনো রাজা গজা চালু করেছিল । স্থানাভাবে বলতে পারলাম না ।যেহেতু এগুলো কাল্পনিক ছিল সেহেতু এগুলির কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই ।এইসব কাল্পনিক পূজা আর অজস্র কুসংস্কার বৈদিক ধর্মের বারোটা বাজিয়েছিল । এতে আরো ইন্ধন যুগিয়েছিল মুসলিমেরা । এদিকে ওচ এঙঙ ঈঙঘএঊঘএ

ঝযরাধ ৬ হিন্দু ধর্মের ইতিহাস, সনাতন ধর্মের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত । Short Introduction of Sanatan Hinduism

হিন্দু ধর্মের ইতিহাস, সনাতন ধর্মের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত [Short Introduction of Sanatan Hinduism]

হিন্দুধর্মের উৎপত্তি কখন কীভাব্রে এ সম্পর্কে যেসব গবেষণালব্ধ তথ্য উপাত্ত পাওয়া যায় তা এখনও তর্কাতিত নয়। তবে নিত্য ধর্মের আচার আচরণীয় বিষয় বলে একে সনাতন ধর্ম বলা হয়। হিন্দু ধর্ম আর্য প্রাগার্য সমন্বয়ে একটি ধর্ম। আদিবাসীদের ধর্ম ও যাযাবর আর্যদের সঙ্গে নিয়ে আসা ধর্মের মিলনজাত ধর্ম হল হিন্দু ধর্ম। এদিক থেকে হিন্দু ধর্মকে আদি সনাতন ধর্মও বলা যায়। প্রাচীনকাল থেকে হিন্দু ধর্ম আর্যধর্ম নামে পরিচিত। এর উৎসস্থল 'স' কে 'হ' উচ্চারণ করতেন। সুতরাং 'সিন্ধু' শব্দ থেকেই 'হিন্দু' শব্দটির উৎপত্তি হয়।

হিন্দু ধর্মকে বৈদিক ধর্ম বলে। চতুর্বেদ ধর্মের মূল বিষয়। বস্তু ঋষি, মুনি, আচার্য ও ভক্তের বিচিত্র ধর্মীয় ও নৈতিক অভিজ্ঞতা ও উপদেশই হিন্দু ধর্মের ভিত্তি। হিন্দু ধর্মকে দুভাগে ভাগ করা যায়। একটি সামান্য ধর্ম অন্যটি বিশেষ ধর্ম। নীতিসম্মত আচার আচরণের কর্তব্যসমূহকে সামান্য ধর্ম বলা যায়। যেমন ধৈর্য, দান, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, ধীবিদ্যা, সততা এবং আক্রোধ প্রভৃতি। এদের মাধ্যমে চিত্তের বিশুদ্ধ আনয়ন করা যায়। অপরদিকে কাল সময় অবস্থা অথবা মানব ভেদে যেসব নীতি অবশ্যই করণীয় সেগুলি হল বিশেষ ধর্ম।

হিন্দুধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ বেদ। বেদ শব্দের অর্থ 'জানা' (To Know) আর সামষ্টিক জানাকে বলা হয় বেদান্ত। যে সকল মহাপ্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ 'বেদ' আবিস্কার করেছেন তাঁরা 'ঋষি' নামে পরিচিত। ঋষিগণকে মন্ত্রদ্রষ্টারূপে অভিহিত করে ভবিষ্যদ্দর্শীও বলা হয়। পৃথিবীতে প্রচলিত বৃহৎ ধর্মসমূহের মধ্যে হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ বেদ দৃশ্যত সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। হিন্দুধর্মে যে সকল গ্রন্থকে পবিত্র বলে জ্ঞান করা হয় তার মধ্যে বেদ হচ্ছে অন্যতম প্রধান। সংস্কৃত 'বিদ' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন বেদ শব্দের প্রতীকী অর্থ 'বেদ' তথা জ্ঞান।

জ্ঞান বলতে ঈশ্বর, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে পারমার্থিক জ্ঞানই বুঝায়। সৃষ্টি যেমন অনাদি ও অনন্য, ঈশ্বর সম্পর্কে জ্ঞানও তেমন অনাদি অনন্ত। ঈশ্বর ও সৃষ্টি সম্পর্কে এই শাশ্বত ও অফুরন্ত জ্ঞান কলেবর পবিত্র বেদগ্রন্থে প্রকাশ পেয়েছে। এক কথায় বলা চলে বিশ্ব চরাচরে বিরাজমান এই অপরিমেয় জ্ঞানরাশির যে সামান্যাংশের সন্ধান হিন্দু তত্ত্বদ্রষ্টাগণ পেয়েছিলেন তারই লিপিবদ্ধকরণ হচ্ছে বেদ। পবিত্র বেদের সন্ধান পাওয়া সকল ঋষিগণের নাম জানা যায়নি। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ, বিশ্ববারা ও লোপমুদ্রার ন্যায় চার পুরুষ ও দুই নারী ঋষির প্রসিধি আছে। বেদের চারটি খণ্ড রয়েছে ১. ঋকবেদ ২. যজুর্বেদ, ৩. সামবেদ, ৪. অথর্ববেদ।

আধুনিক চিত্রয়ণে বেদব্যাস হিন্দু ধর্মের ইতিহাস, সনাতন ধর্মের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত [ Short Introduction of Sanatan Hinduism ]আধুনিক চিত্রয়ণে বেদব্যাস বেদ ঐশ্বরীয় না মনুষ্য সংকলিত এর বিভাজনের পূর্বাপর ইতিহাস নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিভিন্ন মতভেদ আছে। ইতিহাসের অভিজ্ঞানেও দেখা যায়, কুমারী মৎসগন্ধ্যার গর্ভে পরাশর মুনীর ঔরশজাত দ্বৈপায়ন (মহাভারত দ্রষ্টব্য) নামক পুত্র (যিনি দেবব্যাস নামে পরিচিত) বেদকে ঋক, যজু, সাম ও অথর্ব এই চার খণ্ডে ভাগ করেন। ব্যাসের চারজন শিষ্য পৈল, বৈশ্বম্পয়ন, জৈমিনি ও সুমন্তকে যথাক্রমে উপরোক্ত ভাগ চতুষ্টয় শিক্ষা দেয়া হয় যাতে তারা স্মৃতিতে ধারণ করতে পারে। ব্যাসদেব কর্তৃক বেদভাগ বণ্টনটি নিম্নরূপ: পৈল প্রাপ্ত হলেন ঋকবেদ, জৈমিনি, প্রাপ্ত হলেন সামবেদ, বৈশ্বম্পয়ন প্রাপ্ত হলেন যজুর্বেদ, আর সুমন প্রাপ্ত হলেন অথর্ববেদ। চতুর্বেদের প্রত্যেকটি পাঠের বিশেষ পদ্ধতি আছে। হিন্দু ধর্মের ইতিহাস, সনাতন ধর্মের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত [Short Introduction of Sanatan Hinduism]

**ক. ঋগ্বেদ :**

সূর্য, অগ্নি, ঊষা, বায়ু, বরুন প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থের উদ্দেশ্যে রচিত প্রার্থনাবাণী সমূহের গদ্য ছন্দে রচিত অংশ এতে স্থান পেয়েছে। গদ্য ছন্দযুক্ত বাক্যকে ঋক বলে। ঋগ্বেদ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন।

**খ. সামবেদ :**

সাম অর্থ গান। যে সব মন্ত্র সুরসহযোগে পঠিত হয় তা এতে স্থান পেয়েছে। এতে যজ্ঞাদি ও বিধিনিষেধ বর্ণিত।

**গ. যজুর্ব্বেদ :**

যজন অর্থ পূজার্চ্চনা, যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতি। এতে যজন যাজনাদি সংক্রান্ত মন্ত্রগুলি সন্নিবেশিত। মন্ত্রগুলো 'কান্‌ড়ী' ছন্দে রচিত। যজু অর্থ 'কান্‌ড়ী' সমষ্টি। এগুলো সন্ধির নিয়মে পাঠ করা যায়, কিন্তু ঋগ্বেদে তা নিষিদ্ধ।

**ঘ. অথর্ববেদ :**

'অথর্ববেদ'ই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, এটি সন্ধি'র নিয়মে রচিত। এর ছন্দ ঋক ও যজুর্বেদের মত নয়। বরং 'ভর' নামক বিশেষ ছন্দে রচিত। অন্য সব বেদের তুলনায় অথর্ববেদে তাদের অনুরাগ, অল্প এর অধিকাংশ অংশকে বিলুপ্ত বলে মনে করা হয়েছে। বেদকে আবার চার অংশে ভাগ করা হয়েছে। যথা : সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ হল কর্মকাণ্ড, যাগযজ্ঞ, দেবতাদের স্তুতি ও প্রার্থনা, আর 'আরণ্যক' ও 'উপনিষদ' ভাগে রয়েছে জ্ঞানকাণ্ড সম্পকীয় মন্তব্যসমূহ। এই উপনিষদ'ই হল বেদের অন্ত বা সার ভাগ যে কারণে একে বেদান্তও বলা হয়। বেদের আনুষঙ্গিক ছয় প্রকার শাখা আছে যাদের বেদাঙ্গ বলে। ব্রাহ্মণের সংখ্যা ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদে ২টি করে, সামবেদে ৮টি ও অর্থববেদের মাত্র ১টি। 'স্মৃতি' নামে বেদ হতে উৎপন্ন একটি বিধিনিষেধ পুস্তকও বিদ্যমান।

উল্লেখ্য যে, বেদকে হিন্দুরা ঐশী গ্রন্থরূপে জানে এবং এর রচনাকে কারো প্রতি আরোপ করে না। ব্যাসকে তারা 'বেদ'-এর সংকলক ও বিভাজক বলে, রচয়িতা নয়। 'বেদ' ব্যতীত তাদের অন্য সকল ধর্মগ্রন্থ কোন-না-কোন রচয়িতা'র প্রতি আরোপ করা হয়। অবশ্য 'শ্রীমদ্ভাগবদ গীতা'কে প্রতিটি হিন্দুই সাক্ষাৎ ভগবানের মুখ নিঃসৃত বাণী বলে বিশ্বাস করে। সর্বসাধারণের নিকট বেদের শিক্ষা প্রচার ও এর মর্মকথা উদ্ঘাটনে যেসব গ্রন্থ বিদ্যমান তন্মধ্যে বেদান্ত সূত্র ও এই ভগবৎ গীতাই সুপ্রসিদ্ধ। হিন্দু ধর্মের ইতিহাস, সনাতন ধর্মের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত [Short Introduction of Sanatan Hinduism]

ভারতের প্রাচীন ধর্মীয় পুস্তক হিসেবে সনাতন ধর্মের অনুসারী আর্যরা যে পুস্তক ব্যবহার করত, তা ঋকবেদ। এতে ১০২৮টি স্তোত্র বিধৃত ছিল। যা সম্ভবত ১৫০০ থেকে ৯০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে রচিত ও গ্রন্থিত। পরে যে তিনটি বেদ রচিত হয়, তা মূলত ঋকবেদেরই ধারক ও বাহক। যেমন, সামবেদ ঋকবেদের কয়েকটি স্তোত্র সংকলিত আছে, যা ঐতিহাসিকদের কাছে মূল্যহীন। যজুর্বেদ (ঋকবেদের দুই শতাব্দী পরে সংকলিত) ঋকবেদের বলিয়ান বিষয়ক বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও প্রক্রিয়া। আর অথর্ববেদ হল পুরোহিতদের ব্যবহারিক বিধানমালা।

ঋকবেদে বেশ কয়েকজন দেবীর বর্ণনা আছে। যেমন, পৃথ্বী, অদিতি, ঊষা, রাত্রি ও অরণ্যানী (বনদেবী)। পরবর্তীসময়ে আর্যজাতির আর একটি শাখা যখন ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্য হয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে, তখন ইন্দো ইউরোপীয় ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে গ্রিক জিউস ও

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

# সিনেমার খবর

cinema TV

## মুম্বাই বিমানবন্দরে প্রবেশকালে বাধার মুখে পড়লেন নিক

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন** : কিছুদিন আগে মুম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে 'লোলাপালুজা ইন্ডিয়া'র দ্বিতীয় সংস্করণ। ২৭ ও ২৮ জানুয়ারি কনসার্টে মেতেছিল বলিউড। হলিউডের জনপ্রিয় পপ ব্যান্ড 'জোনাস ব্রাদার্স' সেই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিল।

দুই ভাই কেভিন জোনাস এবং জোন জোনাসের সঙ্গে গত শুক্রবার রাতে মুম্বাইয়ে আসেন পপ তারকা এবং প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার স্বামী নিক জোনাস। ২৭ জানুয়ারি মুম্বাইয়ে শ্রোতাদের সামনে পারফর্ম করে 'জোনাস ব্রাদার্স'।

ভক্ত-অনুরাগীদের চমকে দিয়ে হিন্দি গানও পরিবেশন করেন নিক। মঞ্চে শ্রোতা এবং অনুরাগীদের মন জয় করলেও অনুষ্ঠান শেষে মুম্বাই বিমানবন্দরে এসে বিপাকে পড়লেন পপ তারকা।

নিক বিমানবন্দরে প্রবেশকালে বাধার মুখে পড়েন। বিমানবন্দরে ঢুকতে না পেরে একা একাই এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকতে গেছে প্রিয়ঙ্কার স্বামী নিককে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় সম্প্রতি ছড়িয়ে পড়েছে একটি ভিডিও। সেই ভিডিওতে নিককে বিমানবন্দরের কাছে এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। 'লোলাপালুজা' কনসার্টে পারফর্ম করার পর ২৯ জানুয়ারি ভোরের দিকে মুম্বাই থেকে আমেরিকার উদ্দেশে রওনা দিচ্ছিলেন 'জোনাস ব্রাদার্স'।

সেই সময়ই বিমানবন্দরে আটকে দেওয়া হয় নিককে। ভারতীয় একটি গণমাধ্যমের খবরে জানা গেছে, নিজের টিকিট নাকি আনতে ভুলে গিয়েছিলেন নিক। এ কারণেই নাকি নিরাপত্তারক্ষীরা তাকে ঢুকতে বাধা দেন। যদিও কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছিল। তার আগে এক কোণে ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়েছিলেন নিক।

গত বছর আমেরিকার বিভিন্ন জায়গা ঘুরে কনসার্ট করেছিল 'জোনাস ব্রাদার্স'। এ প্রথমবার ভারতের মাটিতে পারফর্ম করলেন নিক, কেভিন, জো। পেশাগত দিক থেকে নিক নিজে জনপ্রিয় পপ তারকা হলেও ভারতীয়দের কাছে নিকের পরিচিতি প্রিয়ঙ্কার স্বামী হিসেবে। গত বছর আমেরিকায় 'জোনাস ব্রাদার্স'র কনসার্টের সময় বেশির ভাগ অনুষ্ঠানেই উপস্থিত ছিলেন প্রিয়ঙ্কা।

## দেহরক্ষীর দুর্ঘটনার সংবাদে হাসপাতালে ছুটলেন কার্তিক

**নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন** : বলিউডের নতুন প্রজন্মের দর্শকপ্রিয় নায়ক কার্তিক আরিয়ান। 'ভুল ভুলাইয়া-২' সিনেমার সাফল্যের পর কার্তিক চলে আসেন আলোচনার শীর্ষে। সেইসঙ্গে প্রায়ই সংবাদ শিরোনামে থাকেন এ নায়ক।

কার্তিকের যদিও গত বছরের শুরুতে 'শেহজাদা' সিনেমাটি ব্যবসা করতে পাড়েনি। তবে 'সত্যপ্রেম কি কথা' সিনেমার হাত ধরে কার্তিক আবার আলোচনায় আসেন।

এমনিতে সারা আলি খানের সঙ্গে প্রেম ভাঙার পর থেকে কার্তিক মাঝেমাঝেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকেন। তবে এবার তিনি অন্য কারণে প্রশংসিত হয়েছেন।

কার্তিকের দেহরক্ষী কিছুদিন আগে গাড়ি দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিলেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে মুম্বাইয়ের হিন্দুজা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এ খবর শোনার পরেই কার্তিক দ্রুত হাসপাতালে চলে যান। চিকিৎসকেদের সঙ্গে নিজে কথাও বলেন।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, দেহরক্ষী যে কয়দিন ভর্তি ছিলেন, প্রায় প্রতিদিনই একবার করে তাকে দেখতে আসতেন কার্তিক। বাইরে থেকে দেখেই শুধু চলে যেতেন না, দেহরক্ষীর সঙ্গে কথা বলে, তার খোঁজ নিয়ে তবেই যেতেন।

যে দেহরক্ষীর দুর্ঘটনা হয়েছে, তিনি সারাক্ষণই কার্তিকের সঙ্গে থাকেন। ফলে তার সঙ্গে একটা আলাদা সখ্য তৈরি হয়েছে এ নায়কের। তাই তার দুর্ঘটনার খবর পেয়েই তিনি আর বাড়িতে বসে থাকতে পারেননি। হাসপাতালে ছুটে গিয়েছেন।

এদিকে জানা গেছে, প্রত্যেক কর্মীর সঙ্গেই নাকি কার্তিক অত্যন্ত সুসম্পর্ক বজায় রাখেন। তাদের সুবিধা-অসুবিধার খেয়াল রাখেন। কার্তিকের হাতে সব সময়ে কাজ না থাকলেও কর্মীদের নাকি কোনো অসুবিধা হতে দেন না তিনি।

তবে এ মুহূর্তে কার্তিকের হাতে কাজ নেই সেটা বলা ঠিক হবে না। এ বছরেই মুক্তি পাবে কার্তিকের নতুন সিনেমা কবীর খান পরিচালিত স্পোর্টস 'চন্দু চ্যাম্পিয়ন'। প্যারা অলিম্পিকে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব মুরলীকান্ত পেটকরের জীবনাবলম্বনে তৈরি হয়েছে এ সিনেমা।

এ সিনেমার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছেন কার্তিক। সেই পরিশ্রমের ফল তিনি পাবেন কি না, এবার সেটাই দেখার অপেক্ষা।

## ৫১ লাখ টাকার ঘড়ি কিয়ারার হাতে!

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন** : বলিউড অভিনেত্রী কিয়ারা আদভানি। অভিনেতা সিদ্ধার্থ মালহোত্রাকে বিয়ের পর কাজ আর সংসার নিয়েই অধিক ব্যস্ত এই অভিনেত্রী।

বলিউডের অন্য তারকাদের মতো কিয়ারাও বেশ ফ্যাশন সচেতন। ব্যক্তিগত জীবনে বিলাসবহুল জিনিসপত্র ব্যবহার করে থাকেন এই অভিনেত্রী।

এবার বিলাসবহুল র্ব্যান্ডের ঘড়ি পরে আলোচনায় এলেন কিয়ারা।

সম্প্রতি করন জোহর সঞ্চালিত কফি উইথ করন অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন কিয়ারা আদভানি। এতে কালো রঙের পোশাকের সঙ্গে একটি ব্রেসলেট ঘড়ি পরেন। কিন্তু নেটিজেনদের নজর কেড়েছে এই ঘড়িটি।

বলিউড শাদিস ডটকম জানিয়েছে, কিয়ারার হাতের ঘড়িটি প্রস্তুত করেছে ইতালির বিলাসবহুল ব্র্যান্ড বুলগারি সেরপেন্তি। এ ব্র্যান্ডের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট ঘুরে দেখা যায়, ঘড়িটি নতুন বাজারে এনেছে প্রতিষ্ঠানটি।

এ ঘড়ি প্রস্তুত করতে ১৮ ক্যারেটের হোয়াইট গোল্ড এবং হীরা ব্যবহার করা হয়েছে। পানির ৩০ মিটার গভীর পর্যন্ত ঘড়িটি পানি প্রতিরোধী। সেরপেন্তি স্পিগ ওয়াচটির মূল্য ৪৭ হাজার মার্কিন ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় ৫১ লাখ ৭২ হাজার টাকার বেশি।

কিয়ারা আদভানি অভিনীত সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা 'সত্য প্রেম কি কথা'। এতে কিয়ারার বিপরীতে অভিনয় করেন কার্তিক আরিয়ান। বর্তমানে 'গেম চেঞ্জার' ও 'ওয়ার টু' সিনেমার কাজ নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন কিয়ারা।

## মায়ের জন্মদিনে স্বস্তিকার আবেগঘন পোস্ট

**নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন** : দুই বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখার্জীর মায়ের জন্মদিন আজ। মায়ের জন্মদিনে সবাই চান এ দিনটি বিশেষভাবে মায়ের মনের মতো করে উদযাপন করতে। কারণ প্রত্যেকের জীবনে মা যে অত্যন্ত মূল্যবান।

কিন্তু জীবনের সবচেয়ে এ প্রিয় মানুষটি যদি পৃথিবীতে না থাকেন কষ্টটা যে মারাত্মক। তবে মা যেখানেই থাকুন জন্মদিনে তার উদযাপন তো করাই যায়। তাই-ই করলেন অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়। মায়ের জন্মদিনে আবেগঘন শোনালো তাকে।

এদিন নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় মায়ের একটি ছবি পোস্ট করেন অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়। নাতিদীর্ঘ ক্যাপশনে লেখেন, 'মা মা গো মা- শুভ জন্মদিন। অনেক খেও, খুব হেসো, নতুন একটা শাড়ি পরো।'

'তোমার হাসির আওয়াজ সেই গলির মুখ থেকে শোনা যেত, অমন করে আজকাল কেউ হাসে না, সবার ওপর কেউ যেন একটা মাপকাঠি চাপিয়ে দিয়েছে, তুমি তো কোনোদিন কিছুই মেপে করোনি, তেমনটা শেখাওনি আমাদের।' তিনি একইসঙ্গে লেখেন, 'আলো হয়ে থেকো মা গো আমার। আবার যেন দেখা হয় তোমার সঙ্গে। অনেক ফুল পাঠালাম, গন্ধে ভরে থেকো।'

অভিনেত্রীর পোস্টে ভালোবাসা জানিয়েছেন অনেক অনুরাগী। অনেকেই প্রশংসা করেছেন তার লেখনীর। কারও কারও কথায়, 'তুমি এমন করে লেখো, মন ছুঁয়ে যায়।' আবার একজন লিখলেন, 'মা তোমাকে সবসময়ই ঘিরে রয়েছেন স্বস্তিকা!'

সোশ্যাল মিডিয়ায় বরাবরই সক্রিয় অভিনেত্রী। নিজের কাজের পোস্টের পাশাপাশি পশুদের সাহায্য সংক্রান্ত পোস্ট এবং ব্যক্তিগত জীবনের একাধিক আপডেটও তিনি পোস্ট করেন সোশ্যাল মিডিয়ায়।

সম্প্রতি মেয়ে অন্বেষার জন্মদিনেও আদুরে পোস্ট করেন অভিনেত্রী। তার আগে বাবা, প্রয়াত অভিনেতা সন্তু মুখোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকীতে, তাকে স্মরণ করেও লম্বা স্বস্তিকা পোস্ট দেন।

## নচিকেতার 'কেউ নেই ভালো'

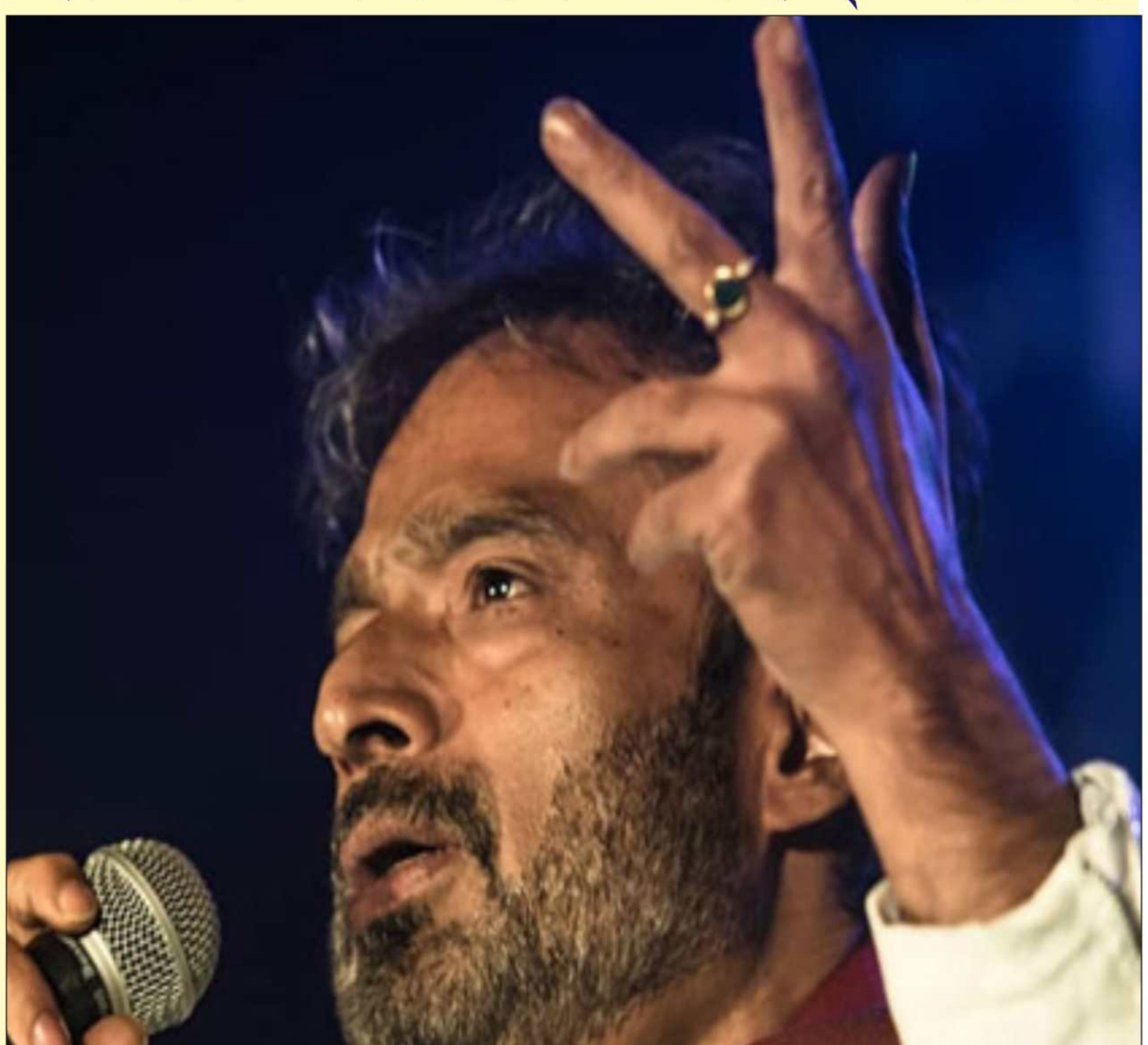

**নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন** : বাংলাদেশ থেকে প্রকাশ পেল দুই বাংলার জনপ্রিয় শিল্পী নচিকেতার নতুন গান 'কেউ নেই ভালো'। গানটি লিখেছেন সালমা সুলতানা ও সুর করেছেন জয় শাহরিয়ার। আজব রেকর্ডস থেকে প্রকাশিত এ গানটির ভিডিও নির্মাণ করেছে আজব কারখানা, যার পরিচালনা করেছেন জয় শাহরিয়ার নিজেই।

নতুন এ গান প্রসঙ্গে নচিকেতা বলেন, জয় আমার পছন্দের সিঙ্গার-সং রাইটার। ওর সঙ্গে আগেও বেশ কিছু কাজ করেছি। সালমা সুলতানার লেখায় প্রথম গাইলাম। ভালো লিখেছেন। সব মিলিয়ে ভালো লেগেছে গানটা। আশা করি সবার ভালো লাগবে।

সালমা সুলতানা বলেন, সাহিত্যের অন্য শাখায় কাজের পাশাপাশি গান লিখছি বেশ কিছুদিন। স্বপ্নের শিল্পীর কণ্ঠে নিজের লেখা গান একটা স্বপ্ন পূরণ।

গান প্রসঙ্গে জয় শাহরিয়ার বলেন, নচিদা আমার মতন গানওয়ালাদের আদর্শ। ওনার সঙ্গে প্রতিবার কাজ করতে গেলেই অনেক কিছু শিখি। তাই তার সঙ্গে কাজ আমার জন্য এক শিক্ষাসফর।

'কেউ নেই ভালো' শোনা যাবে স্বাধীন মিউজিক, স্পটিফাই, আইটিউন্সসহ বিশ্বজুড়েসব স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মে। গানচিত্রটি সবাই দেখতে পারবেন আজব রেকর্ডসের ইউটিউব চ্যানেলে।

# মার্চে দু'টি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা, প্রতিপক্ষ কারা?

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** ২০২৩ সাল ছিল ফুটবলের জন্য ঘটনাবহুল। নানা ঘটনা, রেকর্ডকে সঙ্গী করে ইতি ঘটেছে ২০২৩ এর। ৩৬৫ দিনের লম্বা ভ্রমণ শেষে নতুন এক বছরে প্রবেশ করেছে বিশ্ব। ২০২৩ এর মতো ২০২৪ সালেও ব্যস্ত সময় পার করতে হবে ফুটবল খেলুড়ে দেশগুলোকে। ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার মতো দেশগুলোর জন্য অপেক্ষা করছে কোপা আমেরিকা। এই টুর্নামেন্ট ছাড়াও একাধিক ম্যাচে মাঠে নামবে দলগুলো। ২০২৪ সালে কোপা আমেরিকার ম্যাচসহ বেশকিছু বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে মাঠে নামবে তিনবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। অবশ্য তার আগে মার্চে দু'টি প্রীতি ফুটবল ম্যাচ খেলবে আলবিসেলেস্তেরা। ২৯ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে আর্জেনিটনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ)। যেখানে তাদের প্রতিপক্ষ নাইজেরিয়া ও আইভরিকোস্ট। এখনো তারিখ নির্ধারণ না হলেও ম্যাচ দু'টি আয়োজনের সম্ভাব্য তারিখ ধরা হয়েছে মার্চের ১৮ থেকে ২৬। দু'টি ম্যাচই হবে চীন সফরে। প্রথমে চীনের হ্যাংজু শহরের অলিম্পিক স্পোর্টস সেন্টার স্টেডিয়ামে নাইজেরিয়ার মুখোমুখি হবে। আর দ্বিতীয় ম্যাচটি হবে আইভরি কোস্টের বিপক্ষে বেইজিংয়ের ওয়ার্কার্স স্টেডিয়ামে।

এএফএ থেকে জানানো হয়েছে আগামী কয়েকঘণ্টা পর উভয় দেশের বোর্ডগুলোর সঙ্গে বসে ম্যাচ আয়োজনের তারিখ ঘোষণা করা হবে। এদিকে মার্চেই প্রীতি ম্যাচে চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ইতালির মুখোমুখি হওয়ার গুঞ্জন রয়েছে আর্জেন্টিনার। গত ৩ জানুয়ারি আর্জেন্টিনা ও স্পেনের সাংবাদিক মার্কোস দুরানের বরাত দিয়ে আর্জেন্টাইন গণমাধ্যম মুন্দো আলবিসেলেস্তে জানিয়েছে, চলতি বছরের মার্চে মুখোমুখি হবে এ দু'দল।

তবে ম্যাচটি তাদের নিজেদের মাঠ কিংবা মহাদেশে অনুষ্ঠিত হবে না। ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে যুক্তরাষ্ট্রে। এই ম্যাচ দিয়েই কোপা আমেরিকার প্রস্তুতি সারতে চায় আর্জেন্টিনা। এরপরই আর্জেন্টিনা তাদের কোপা আমেরিকার শিরোপা ধরে রাখার মিশনে নামবে।

# অলিম্পিক বাছাইয়ের চূড়ান্ত পর্বে ব্রাজিল

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** টানা তিন জয়ের সুবাদে অলিম্পিক বাছাইয়ের চূড়ান্ত পর্বে চলে গেল ব্রাজিল। প্যারিস অলিম্পিকের কনমেবল অঞ্চলের বাছাইপর্বে ইকুয়েডরকে ২-১ গোলে হারিয়ে অলিম্পিক বাছাইয়ের চূড়ান্ত পর্বে জায়গা করে নিয়েছে ব্রাজিলের যুবারা। ৯ পয়েন্ট পাওয়া ব্রাজিল এখন সবারই ধরাছোঁয়ার বাইরে।

ম্যাচের প্রথমার্ধে একাধিক সুযোগ তৈরি করেও গোলের দেখা পায়নি দুই দলের কেউই। এদের মধ্যে অবশ্য ব্রাজিলই অনেকটা এগিয়ে ছিল আক্রমণের বিবেচনায়। কিন্তু প্রতিপক্ষ গোলরক্ষক ভিলা লিওনের দৃঢ়তায় গোল পাওয়া হয়নি তাদের। পুরো ম্যাচে ইকুয়েডরের সেরা তারকা ছিলেন এই লিওন।

দ্বিতীয়ার্ধে অনেকটা ধারার বিপরীতে গিয়ে প্রথম গোল আদায় করে নেয় ইকুয়েডর। ক্লাভিয়ের মারকেডোর গোলে লিড পায় তারা। ডিবক্সের বাইরে থেকে জোরালো শট ঠেকাবার উপায় ছিল না ব্রাজিল গোলরক্ষকের। তবে লিড টিকলো ছয় মিনিট। এন্ড্রিকের পাস থেকে ফাঁকায় দাঁড়ানো মারলন গোমেস দলকে এনে দিলেন সমতা। আর ১০ মিনিট পর এলো ব্রাজিলের জয়সূচক গোল। গ্যাব্রিয়েল পিরানির ৭৫ মিনিটের গোলে জয় পায় ব্রাজিল। ৩ ম্যাচে ব্রাজিলের পয়েন্ট ৯। ৪ ম্যাচ থেকে ইকুয়েডর পেয়েছে ৭ পয়েন্ট। তাদের আর ম্যাচ বাকি নেই। স্বাগতিক ভেনিজুয়েলা ৩ ম্যাচে পেয়েছে ৫ পয়েন্ট। পরের ম্যাচে জিতলে তাদের পয়েন্ট হবে ৮। ব্রাজিল তাই পরের ম্যাচে হারলেও বিপদ নেই। অলিম্পিক বাছাইয়ের নিয়ম অনুযায়ী, 'এ' ও 'বি' এই দুই গ্রুপ থেকে দুটি করে দল উঠবে বাছাইপর্বের চূড়ান্ত পর্বে। সেখান থেকে শীর্ষ দুটি দল সুযোগ পাবে ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিকে। এ গ্রুপে সেরা হয়ে চূড়ান্ত পর্বে পা রেখেছে ব্রাজিল।

## এশিয়া সফরে

## আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ যারা

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** এক বছরের ব্যবধানে আবারও এশিয়া সফরে আসছে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। এবার দুটো ম্যাচই তারা খেলবে চীনের মাটিতে।

যেখানে তাদের প্রতিপক্ষ নাইজেরিয়া ও আইভরি কোস্ট। এরপরই কোপা আমেরিকার জন্য প্রস্তুতি শুরু করবে আলবিসেলেস্তেরা।

চূড়ান্ত সূচি ঘোষণা না করলেও প্রীতি ম্যাচ দুটো অনুষ্ঠিত হবে ১৮ থেকে ২৬ মার্চের মধ্যে। চীনের মাটিতে অবশ্য চীনের বিপক্ষে খেলার সম্ভাবনা নেই। কেননা ওই সময়ে ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ে সিঙ্গাপুরের মুখোমুখি হবে চীন।

আর্জেন্টিনার কাছে নাইজেরিয়া বেশ পরিচিত মুখ। ৯ ম্যাচের মধ্যে কেবল বিশ্বকাপেই ৫ বার আফ্রিকার দলটির বিপক্ষে খেলেছে তারা। এবারের ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে হাংজুর অলিম্পিক্স সেন্টার স্টেডিয়ামে। এরপর বেইজিংয়ের ওয়ার্কারস স্টেডিয়ামে খেলবে আইভরি কোস্টের বিপক্ষে। এই দলটির সঙ্গে এর আগে দুইবারের দেখায় শতভাগ জয়ের রেকর্ড আছে আর্জেন্টিনার।

এদিকে গত বছরের জুনে এশিয়া সফরে এসেছিল বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। চীনে সফরের প্রথম ম্যাচে ২-০ গোলে হারিয়েছিল অস্ট্রেলিয়াকে। এরপর ইন্দোনেশিয়াকে তাদেরই মাটিতে একই ব্যবধানে হারায় লিওনেল স্কালোনির দল।

## চলে গেলেন ইতালির

## ফুটবল কিংবদন্তি জিজি

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** ইতালির কিংবদন্তি ফুটবলার লুইজি জিজি রিভা আর নেই। ৭৯ বছর বয়সি এই কিংবদন্তি পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন। এখন পর্যন্ত তিনিই দেশটির জাতীয় দলের হয়ে সর্বোচ্চ গোলদাতা। নিজেকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছেন যে এখনও ইতালিয়ান স্ট্রাইকারদের মানদণ্ড বিবেচনা করা হয় তাকে দিয়ে।

ইতালিয়ান মিডিয়া জানিয়েছে, নিজের শরীরী ভাষা ও শক্তিশালী শুটিং ক্ষমতার জন্য খ্যাতিমান হয়েছিলেন তিনি। ইতালির হয়ে ৪২ ম্যাচে করেছেন ৩৫ গোল। গত সপ্তাহের শেষ দিকে বাসায় হৃদরোগের সমস্যা ধরা পড়লে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। চিকিৎসাও চলছিল তার।

জিজি রিভা ১৯৬৮ সালে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ জেতা ইতালি দলটির অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৯৭০ সালে পেলের ব্রাজিল যেবার বিশ্বকাপ জেতে, সেবার রানার্স আপ হয়েছিল ইতালি। রিভা সেই দলটির হয়েও খেলেছেন। ১৯৬৯ সালে ব্যালন ডি'অর খেতাবের জন্য রানার আপও ছিলেন তিনি।

রিভা তার ক্লাব ক্যারিয়ারের পুরোটাই খেলেছেন কালিয়ারিতে। তার সময়েই ক্লাবটি 'সিরি আ' ইতিহাসে নিজেদের একমাত্র শিরোপাটি জিতেছিল ১৯৭০ সালে। সেবার সিরি আ'র সর্বোচ্চ গোল স্কোরার ছিলেন তিনি। মৃত্যুকালে তিনি ক্লাবটির সম্মানসূচক প্রেসিডেন্ট পদে আসীন ছিলেন।

## 'কোহলি আমার দিকে থুতু মেরেছিল'

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** কয়েক দিন আগেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন ডিন এলগার। তবে এবার ভারতীয় টপ-অর্ডার ব্যাটার বিরাট কোহলিকে নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন তিনি। ২০১৫ সালে মোহালি টেস্টে এলগারকে থুতু মেরেছিলেন কিং কোহলি।

সে সময়ে ৪ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে ভারতে গিয়েছিল প্রোটিয়ারা। আর সিরিজের প্রথম ম্যাচ ছিল মোহালিতে। সেই টেস্ট চলাকালে কোহলির সঙ্গে এলগারের কথার লড়াই হয়েছিল। তখনই এলগারের দিকে থুতু মেরেছিলেন ভারতের প্রাক্তন এই অধিনায়ক।

সম্প্রতি 'ব্যান্টার উইথ দ্য বয়েজ' পডকাস্টে এলগারের ভাষ্য, যখন আমি ব্যাট করতে যাই, তখন (রবিচন্দ্রন) অশ্বিন আর ওর নাম কী... (রবীন্দ্র) জাদেজার বিরুদ্ধে কঠিন লড়াই করে নিজের মতো খেলছিলাম। সে সময় কোহলি যেন আমার দিকে থুতু ছিটিয়েছিল।

তবে ওই সময়ে ছেড়ে কথা বলেননি এলগারও। স্থানীয় ভাষায় তিনিও কোহলিকে গালি দিয়েছিলেন। বিষয়টি নাকি কোহলি বুঝতেও পেরেছিল।

এলগারের মন্তব্য, হ্যাঁ, সে পেরেছিল। কারণ, (দক্ষিণ আফ্রিকার আরেক সাবেক তারকা এবি) ডি ভিলিয়ার্স আরসিবিতে (রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু) তার সতীর্থছিল।

যদিও পরবর্তীতে তাদের দুইজনের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল। ২০১৭-১৮ মৌসুমে ফের ভারত গিয়েছিল প্রোটিয়ারা। সেই সফরে এলগারের কাছে ক্ষমা চেয়ে তাদের মধ্যকার তিক্ততা মিটিয়ে নেন কোহলি। সিরিজ শেষে একসঙ্গে পানশালাতেও গিয়েছিলেন তারা।

গত ৩ জানুয়ারি কেপটাউনে ক্যারিয়ারের শেষ টেস্ট ইনিংস খেলেন এলগার। সে সময়ে প্রোটিয়া এই ব্যাটারের আউটে সতীর্থদের উদযাপনে নিষেধ করেন কোহলি। একপর্যায়ে কাছে এসে তাকে বুকেও টেনে নিয়েছিলেন কোহলি।

# ভারতের হারে সুসংবাদ পেল বাংলাদেশ

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ হিসেবে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে দুর্দান্ত শুরুর পরও হারের স্বাদ পেয়েছে ভারত। হার্টলির স্পিন ঘূর্ণিতে ভারতকে ২৮ রানে হারিয়েছে সফরকারীরা। রোমাঞ্চকর জয়ে ১-০'তে সিরিজে এগিয়ে গেছে ইংলিশ শিবির।

হোম ভেন্যুতে এমন হারের পর বড় দুঃসংবাদও পেয়েছে ভারতীয় শিবির। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট টেবিলে বাংলাদেশেরও নিচে নেমে গেছে রোহিত শর্মার দল।

হায়দ্রাবাদ টেস্টে হেরে পয়েন্ট টেবিলে চার ধাপ পিছিয়েছে ভারত। এতে টাইগারদের নিচে অবস্থান দুইবারের রানার্স-আপদের।

এই টেস্টের আগে ৫৪ দশমিক ১৬ শতাংশ পয়েন্টে দুইয়ে ছিল রোহিত শর্মার দল। নতুন চক্রে চার ম্যাচের দু'টিতে জিতেছিল ভারত। অন্যদিকে এক ড্রয়ের বিপরীতে এক হারের স্বাদ নিয়েছে ভারতীয় শিবির। এ ছাড়া স্লো ওভাররেটের কারণেও কিছু পয়েন্ট হারিয়েছে ভারত।

হায়দ্রাবাদে হারের পর ভারতের পয়েন্ট ৪৩ দশমিক ৩৩ শতাংশ। একই দিনে ওয়েস্ট উইন্ডিজের কাছে হারের পরও টেবিলের শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে অস্ট্রেলিয়া। তবে শতাংশের হিসেবে কমেছে অজিদের পয়েন্ট। ১০ টেস্টের ৬টিতে জিতেছে অজিরা।

দুই ম্যাচে এক জয়ে পয়েন্ট টেবিলের তিনে দক্ষিণ আফ্রিকা। দুই ম্যাচে এক জয় ও এক হারে চারে নিউজিল্যান্ড। আর পাঁচে আছে বাংলাদেশ। চলতি চক্রে ২ ম্যাচে টাইগারদেরও জয় একটি।

# দু'বার পিছিয়ে পড়েও ডার্বিতে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন, হাবাসের হাসি রাখলেন পেত্রাতোস

ইস্টবেঙ্গল ২ (অজয় ৩', ক্লেটন ৫৫')

মোহনবাগান ১ (সাদিকু ১৭' , পেত্রাতোস ৮৭')

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** এ মরসুমের প্রথম আইএসএল ডার্বি ক্লেটন বন্দনাতেই শেষ হতে পারত। যদি ৮৯ মিনিটের হেডটা বিপক্ষের জালে রাখতে পারতেন। গোলের খাতায় লিখতে পারতেন আরও একবার নাম। হল না! ডার্বি তো এই কারণেই রোমাঞ্চকর। পরতে পরতে থ্রিলার। আট ম্যাচ টানা ডার্বি জয়ের রেকর্ড আগেই ভেঙেছে। সে বার নন্দকুমারের গোলে এসেছিল জয়। এ বার আইএসএলে টানা ৬টা ডার্বি হারের পর যুবভারতীতে জয়ের মশাল জ্বালিয়ে দিতে পারত লাল-হলুদ। একদিন আগেই হুঙ্কার দিয়েছিলেন, 'আমি কখনও ডার্বি হারিনি'। সেই আন্তোনিও হাবাস তার রেকর্ড অক্ষুণ্ন রেখে গেলেন ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে। আইএসএরে প্রথম ডার্বিতে যুবভারতী দখলের প্রচ্ছন্ন হুমকি ছিল কুয়াদ্রাতের। বাগান সমর্থকদের মাঠে আসার নিয়মন্ত্রণও জানিয়েছিলেন। আর হাবাসের ছিল বদলার আগুন। দুইয়েরই টক্কর দেখা গেল। কার্ড, ফাউলের রেষারেষিতে গোলের দরজাও খুলল বারবার। সুপার কাপের ডার্বিতে চোট ও এশিয়ান কাপের জন্য আট ফুটবলার খেলাতে পারেন মোহনবাগান। এ বার পুরো দলবল নিয়ে নেমেছিলেন হাবাস। দু-দু'বার পিছিয়ে পড়েও মোহনবাগান ২-২ রেখে গেল ডার্বিটা। দিমিত্রি পেত্রাতোসের জন্য। ০-১ থেকে ১-১ হয়েছিল। সেখান থেকে আবার ১-২ও। খেলার তখন আর মিনিট কয়েক বাকি। সেখান থেকে দুরন্ত গোলে টিমকে সমতা দিলেন পেত্রাতোস। নন্দকুমারের কাছ থেকে বল কেড়ে ক্রস পাঠান সাহাল। চুংনুঙ্গা ক্লিয়ার করতে পারেননি। তাঁর গায়ে লেগে চলে যায় পেত্রাতোসের কাছে। জোরালো শটে গোল করেন পেত্রাতোস। ৮৭ মিনিটে ২-২। স্কোরলাইনে আর বদল হল না। ডুরান্ড কাপ থেকে সুপার কাপু স্কোরলাইন ছিল ২-১। চতুর্থ ডার্বি ড্র। সুপার কাপ জয়ের আত্মবিশ্বাস নিয়েই ম্যাচ শুরু করেছিল ইস্টবেঙ্গল। ৩ মিনিটে নিশু কুমারের ক্রস থেকে অজয় ছেত্রীর গোল। বাগানের হামিল সামনেই দাঁড়িয়েছিলেন। মার্কিং করতে পারলেন না কেন, প্রশ্ন উঠবে। বেঙ্গালুরু এফসির অ্যাকাডেমি থেকে উত্থান মণিপুরের ছেলে অজয়ের। ইস্টবেঙ্গলে খেলে গিয়েছিলেন ২০২১ সালে। কিন্তু সে ভাবে মেলে ধরতে পারেনি পাহাড়ি মিডিও। এ বার পারলেন। ১৭ মিনিটে প্রায়শ্চিত্ত করলেন হামিল। বড় বক্সের বাইরে থেকে ক্রস তোলেন তিনি। আর্মান্ডো সাদিকু সাইড ভলিতে গোল করে যান। ১-১ স্কোরলাইনের আগেই অবশ্য বাগানে ধাক্কা লেগেছিল। ১৩ মিনিটে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পাওয়া আনোয়ার আলিকে তুলে নামাতে হল আমনদীপকে। প্রথমার্ধে ১-১ স্কোর ৫০ মিনিটে ২-১ করে ফেলতে পারত মোহনবাগান। সাদিকু, পেত্রাতোস যুগলবন্দিতে প্রায় গোল হয়েও যাচ্ছিল। কোনও রকমে গোললাইন সেভ চুংনুঙ্গার। ৫ মিনিট পরেই ২-১ ইস্টবেঙ্গলের। মহেশকে অযথা ফাউল করেন নাওরেম। তাঁর ঘাড়ের উপর উঠে পড়েন দীপক টাংরি। ৫৫ মিনিটে পানেনকা কিকে গোল ক্লেটনের।

অনেক দিন পরই সুখের ফুটবল উপহার দিয়ে দিয়ে গেল দুটো টিম। অযথা ডিফেন্সিভ নয়, অকারণে আত্মসমর্পণ নয়। গোলের জবাবে গোল। ফিরে আসার তীব্র আকঙ্খা। এই না হলে ডার্বি। চার গোলের ডার্বি তৃপ্তি দিয়ে গেল।

মোহনবাগান- বিশাল, আনোয়ার, হামিল, অনিরুদ্ধ, পেত্রাতোস, শুভাশিস, সাহাল, দীপক, কিয়ান, হেক্টর, সাদিকু।

ইস্টবেঙ্গল: গিল, রাকিপ, হিজাজি, নিশু, চুংনুঙ্গা, পেদ্রো, অজয়, ক্রেসপো, নাওরেম, ক্লেটন, নন্দকুমার।

## গতবারের চ্যাম্পিয়ন,

## এবার শেষ ষোলো থেকেই বিদায় সেনেগালের

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** শুরুতেই গোল করে এগিয়ে গিয়েছিল সেনেগাল। কিন্তু শেষ মুহূর্তের গোলে তাদের স্বস্তি কেড়ে নিল আইভরি কোস্ট।

পরে টাইব্রেকারে হেরে শেষ ষোলো থেকেই বিদায় নিল গতবারের চ্যাম্পিয়ন সেনেগেলিজরা।

আফ্রিকা কাপ অব নেশনসের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠার লড়াইয়ে আজ মুখোমুখি হয়েছিল সেনেগাল ও আয়োজক আইভরিকোস্ট। ম্যাচের নির্ধারিত সময়ের খেলা ১-১ ড্রয়ে শেষ হয়। এরপর অতিরিক্ত সময়ও গোলশূন্য থাকায় খেলা গড়ায় টাইব্রেকারে। যেখানে আইভরিকোস্ট ৫ শটে সাফল্য পায়। বিপরীতে ৪ শটে বল জালে জড়াতে পারে সেনেগাল।

সেনেগালের শুরুটা অবশ্য হয়েছিল স্বপ্নের মতোই। চতুর্থ মিনিটেই সাদিও মানের ক্রসে গোল করে দলকে এগিয়ে দিয়েছিলেন সৌদি প্রো লিগের ক্লাব আল শাবাবে তারকা হাবিব দিয়ালো। এই লিড ধরে রেখেই প্রথমার্ধ পার করে তারা। এরপর দ্বিতীয়ার্ধের অধিকাংশ সময় এগিয়ে থাকলেও শেষ বাঁশি বাজার ৪ মিনিট আগে প্রতিপক্ষকে পেনাল্টি উপহার দিয়ে বসে সেনেগাল। যা থেকে গোল আদায় করে নেন সৌদি প্রো লিগের ক্লাব আল আহলির মিডফিল্ডার ফ্র্যাঙ্ক কেসি।

অতিরিক্ত সময়ে সেনেগাল মরিয়া চেষ্টা চালায়। কিন্তু তাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এরপর টাইব্রেকারে গিয়েও জয়সূচক গোলটি করেন কেসি। ফলে ঘরের মাঠে অনুষ্ঠিত আফকনের শেষ আটে উঠে যায় তার দল। অথচ গ্রুপ পর্বে দুই ম্যাচ হেরে বিদায়ের সম্ভাবনা উঁকি দিচ্ছিল আইভরিয়ানদের। এমনকি দলের এমনকি দলের কোচকে ছাঁটাই করা হয় আসরের মাঝপথে। তবে জাম্বিয়া ১-০ গোলে মরক্কোকে হারিয়ে দেওয়ায় ভাগ্যগুণে গ্রুপে তৃতীয় হয়ে শেষ ষোলোয় উঠেছিল আইভরিকোস্ট।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR